Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Bhadro 01, 1433 Bangla, August 16, 2026, Sunday, No. 222, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has said that government is actively working to resolve country's ongoing gas and electricity problems and expects the power situation to improve soon. (R. Today: 21)

Tarique Rahman has said, it will not stop patients from seeking treatment abroad unless doctors, patients & their families developed relationships based on mutual trust, respect & compassion. (Jago FM: 16)

Presidential candidate from ruling BNP and its former secretary general Mirza Fakhrul Islam Alamgir has said, sacrifice and inspirations of Begum Khaleda Zia always shows way to the party. (R. Today: 26)

Education Minister has said, government, following Prime Minister's directive, has begun disbursing arrears of retirement and welfare benefits to more than 70,000 teachers. (R. Today: 24)

Highway Police is set to introduce an AI-based automated fine system on Dhaka-Chattogram highway. (Jago FM: 12)

All operations at Ferdous Steel Ship Recycling Industries has been suspended following toxic gas exposure in a LNG-carrier scrap vessel that claimed nine lives in Chattogram. (R. Today: 23)

DGHS has reported that number of deaths due to measles and measles-like symptoms in country has exceeded 900 in five months. (DW: 11)

A recent UN Security Council report expressed concern about Al Qaeda's activities in Bangladesh. (BBC: 09)

Myanmar government has said, more than 300,000 Rohingya refugees living in Bangladesh are former residents of Myanmar and it will accept their return once security conditions improve. (DW: 12)

At least 437 civilians were killed in Ukraine in July, UN Human Rights Monitoring Mission has said. (NHK: 10)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ভাদ্র ০১, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ১৬, ২০২৬, রবিবার, নং- ২২২, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

সরকার দেশের চলমান গ্যাস ও বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং বিদ্যুৎ পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে বলে আশা করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। (রে. টুডে: ২১)

তারেক রহমান বলেছেন, চিকিৎসকদের ওপর বিশ্বাস ও মর্যাদার সম্পর্ক অনুভব না করলে চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশমুখিতা বন্ধ করা যাবে না। (জাগো এফএম: ১৬)

রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবং দলের সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা বিএনপিকে সবসময় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। (রে. টুডে: ২৬)

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের ৭০ হাজারের বেশি শিক্ষককে অবসর সুবিধা এবং কল্যাণ ভাতার বকেয়া অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে। (রে. টুডে: ২৪)

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এআই প্রযুক্তিনির্ভর 'অটো ফাইন সিস্টেম' চালু করছে হাইওয়ে পুলিশ। (জাগো এফএম: ১২)

বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ৯ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা কারখানা ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডের কার্যক্রম এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত। (রে. টুডে: ২৩)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, দেশে হাম ও হামের উপসর্গে পাঁচ মাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়েছে। (ডয়েচে ভেলে: ১১)

সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। (বিবিসি: ০৯)

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারের সাবেক বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির সরকার; সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ফিরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস। (ডয়েচে ভেলে: ১২)

জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত মাসে ইউক্রেনে অন্তত ৪৩৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। (এনএইচকে: ১০)

বিবিসি

রোহিঙ্গাদের 'রাখাইনের বাঙালি' দাবি করে মিয়ানমারের বিবৃতি কী বার্তা দিচ্ছে

মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আবারও 'বাঙালি' দাবি করে নতুন একটি বিবৃতি দিয়েছে মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। রাখাইনের বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া ব্যক্তিদেরই ফেরত নেওয়া হবে বলে এতে বলা হয়েছে। মিয়ানমারের দেওয়া ওই বিবৃতিতে রাখাইন রাজ্যের "নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে" বাংলাদেশের আশ্রয়শিবিরে থাকা তিন লাখের কিছু বেশি 'বাস্তুচ্যুত' মানুষকে ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছুক হওয়ার কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেওয়া তালিকায় যে সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিয়ে আপত্তিও জানিয়েছে দেশটি। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে 'বাঙালি' হিসেবে উল্লেখ করে মিয়ানমার দাবি করেছে, যে জাতিগত নামে (রোহিঙ্গা) তাদেরকে পরিচয় করানো হচ্ছে সেই নামে কোনো গোষ্ঠী দেশটিতে নেই। মিয়ানমারের এই বিবৃতি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি বাংলাদেশ। তবে বিবৃতিটিকে পুরোনো কৌশলের পুনরাবৃত্তি হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বিবৃতিতে যে-সব ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তার মাধ্যমে কেবল নিজস্ব ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে মিয়ানমার। একইসঙ্গে, এই বিবৃতির মধ্যদিয়ে দীর্ঘদিন পর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে আবারও আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হলো বলেও মনে করছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে শনিবার একটি বিবৃতি দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, এই ইস্যুতে গণমাধ্যমে "একপেশে, ভুল তথ্য ও অপতথ্য" প্রচার করা হচ্ছে। তাদের জাতিগত পরিচয় নিয়েও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি দেশটির। তারা বলছে, অন্যান্য দেশে যাওয়া ব্যক্তিদের "মিয়ানমারে কখনো না থাকা একটি জাতিগত পরিচয়" দিয়ে পরিচিত করা হচ্ছে। "বাংলাদেশের ক্যাম্পে থাকা সবাইকে মিয়ানমারের বলে প্রচার করা হচ্ছে। অন্যান্য দেশে যাওয়া ব্যক্তিদের- মিয়ানমারে কখনও না থাকা একটি জাতিগত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে," বিবৃতিতে উদ্বেগ জানিয়েছে মিয়ানমার। এছাড়া, বাংলাদেশের প্রসঙ্গ টেনে বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, দুই দেশের মধ্যে সমাধানের বিষয় হলেও এটিকে আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মিয়ানমারের দাবি, ২০১৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর এবং ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনের উত্তরাঞ্চলে আরসা "সন্ত্রাসী গোষ্ঠী" পুলিশ ফাঁড়ি ও ব্যাটালিয়নে সমন্বিত হামলা চালায়। যার "প্রতিরক্ষামূলক জবাব" হিসেবে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালায় দেশটির রাষ্ট্রীয় বাহিনী। আরসার হুমকির কারণে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর মানুষ অন্য শহর ও গ্রামে চলে যায়, আর "বিপুলসংখ্যক বাঙালি" বাংলাদেশে পালিয়ে যায়।

মিয়ানমারের দাবি, আরসার হামলার আগে বুথিদং, মংডু ও রাথিডং টাউনশিপে সাত লাখ ৪০ হাজারের বেশি "বাঙালি" বসবাস করত। ঘটনার পর সেখানে দুই লাখের বেশি থেকে যায় এবং ৫ লাখ ৪০ হাজার বাংলাদেশে চলে যায়। এই হিসাবের ভিত্তিতে মিয়ানমারের দাবি, "রাখাইন থেকে ১০ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত"- এই তথ্যটি সঠিক নয়। বিবৃতি অনুযায়ী, বাস্তুচ্যুতদের ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশের সঙ্গে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে তিনটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করেছে মিয়ানমার। চুক্তি অনুযায়ী তিন দফায় তাদেরকে ফেরত নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হলেও "একজনও" ফেরত যায়নি বলে দাবি করেছে নেপিদো। বাংলাদেশের দেওয়া আট লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জনের তালিকার মধ্যে ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত মিয়ানমার চার লাখ ২৬ হাজার ৫৪৫ জনকে যাচাই করেছে। যার মধ্যে তিন লাখ আট হাজার ৭৯৭ জন রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা বলে প্রমাণিত, চার হাজার ২৪১ জন "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত" বলে চিহ্নিত এবং এক লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনের তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে। যাচাই হওয়া বাস্তুচ্যুতদের দ্রুত ফেরত নিতে "আন্তরিক সদিচ্ছা" নিয়ে কাজ চলছে বলেও জানিয়েছে মিয়ানমার। তারা বলছে, রাখাইন রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হলে যাচাই হওয়া রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দাদের গ্রহণ করা হবে। মিয়ানমার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এই বিবৃতির প্রেক্ষিতে শনিবার রাত পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেনি বাংলাদেশ। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

পুরোনো কৌশল

২০১৭ সালে মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে সেনাবাহিনীর নির্যাতনে মুখে প্রায় সাড়ে সাত লাখের মতো রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। এর আগে ও পরে বিভিন্ন সময় আরও প্রায় চার থেকে পাঁচ লাখের মতো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে এসেছে। গত ২৮ এপ্রিল জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান জানিয়েছেন, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১১ লাখ ৮৯ হাজার। রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন মিয়ানমারের তৎকালীন বেসামরিক সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি চুক্তি করেছিল, যার মধ্যস্থতা করেছিল চীন। এর অংশ হিসেবে ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রথম দলটিকে মিয়ানমারে নিয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, সেটি আর বাস্তবে আলোর মুখ দেখেনি। এরপর ২০১৯ সালে আগস্টে চীনের তরফ থেকে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর আরেকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় যেতে চায়নি। ২০১৮ থেকে

২০২০ সালের মধ্যে আট লাখ রোহিঙ্গার একটি তালিকা মিয়ানমারকে দিয়েছিল বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দ্বি-পাক্ষিক, বহুপাক্ষিক আলোচনা এবং সমঝোতার চেষ্টা হয়েছে একাধিকবার। কিন্তু তাদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার প্রসঙ্গ আলোচনায় এলেও বাস্তব রূপ পায়নি। এবার যে বিবৃতি মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দিয়েছে, সেটিকে সময়ক্ষেপণের পুরোনো কৌশল হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা। এছাড়া রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ যে অবস্থান তৈরি করেছে, তার বিপরীতে নিজেদের একটি পাল্টা অবস্থান এই বিবৃতির মাধ্যমে তৈরির চেষ্টা মিয়ানমার করেছে বলেও মত অনেকের। মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এমদাদুল ইসলাম বলছেন, অতীতে নানাভাবে সময়ক্ষেপণের যে চেষ্টা মিয়ানমারের ছিল, এবারও সেই পথেই হেঁটেছে তারা। তিনি বলছেন, অতীতেও বাংলাদেশ যখন আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের তালিকা পাঠিয়েছিল, তখনও সেটি নিয়ে যাচাইবাছাইয়ের নামে সময়ক্ষেপণের কৌশল নিয়েছিল মিয়ানমার। “অতীতে যখন তারা প্রত্যাবাসনে রাজি হলো, তখনও এমন একটি সংখ্যা তারা উল্লেখ করেছিল। যেখানে একই পরিবারের দুইজনকে হয়ত বৈধ বলেছে, আর একজনকে বলেছে অবৈধ। অর্থাৎ বাবাকে নিচ্ছে, মা বাদ; আবার মা-বাবা বৈধ, কিন্তু সন্তান বাদ। এরকম একটা দুষ্টু বুদ্ধির কারণে পরে আর রিপাট্রিয়েশন হয়নি,” বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। এবারও মিয়ানমার সেই কৌশল নিয়েছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকদের অনেকে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নিয়ে নিজেদের অবস্থানও মিয়ানমার প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বলে মনে করেন শরণার্থী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর। তিনি বলছেন, “আন্তর্জাতিক পরিসরে রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সমাধান নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, তার কাউন্টার হিসেবে মূলত এই ন্যারেটিভটা তারা সামনে এনেছে।” রোহিঙ্গা নামে কোনো জাতিগোষ্ঠী মিয়ানমারে নেই, এই বিষয়টিও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিষ্ঠিত করারও একটি চেষ্টা এই বিবৃতিতে রয়েছে বলে মনে করেন মি. মুনীর। ১৩৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেয় না মিয়ানমার। তারা রোহিঙ্গাদের বারবরই 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করে। “এটা তাদের এক ধরনের ছক, যেটা আমরা আগেও দেখেছি। এটা বিশ্বাস করার আসলে তেমন কারণ নেই যে, তারা সত্যিকার অর্থেই ফেরত নেবে,” বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

এছাড়া এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, তারা বাঙালি না রোহিঙ্গা এসব নিয়ে এই বিবৃতিতে নানা বক্তব্য থাকলেও তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রস্তুতি বা নিরাপত্তার বিষয়গুলো রয়েছে তা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। মি. মুনীর বলছেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বর্তমানে যে সমীকরণ তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মহলে নিজেদের ইতিবাচক অবস্থান দেখানোর একটি চেষ্টা হতে পারে। “মিয়ানমারে কদিন আগেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সরকার গঠন হয়েছে। যদিও অভিযোগ রয়েছে যে, এটি তাদের যে মিলিটারি গভর্নমেন্ট তাদেরই স্বীকৃতি দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া। এই গণতান্ত্রিক রূপটিকেও তারা এই বিবৃতির মাধ্যমে জায়েজ করার চেষ্টা করেছে,” বলেন তিনি। অবশ্য মিয়ানমারের এই বিবৃতি দেওয়ায় দীর্ঘদিন পরে হলেও এই ইস্যুতে আলোচনার একটি সুযোগ আবারও তৈরি হলো বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

শেখ মুজিবকে হত্যার আগের কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে যা যা ঘটেছিল

স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় প্রথমবার সামরিক অভ্যুত্থান দেখে বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে সংঘটিত ওই অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। এমন একটি সময় এই অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়, যখন দেশটিতে রীতিমত অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গঠন করা হয়েছিল 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল)। চারটি ছাড়া অন্যসব সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিল করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে, দুর্নীতি-লুটপাট ও চুরি-ডাকাতির ঘটনায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঘিরে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এর মধ্যেই দল নিষিদ্ধ এবং নেতা-কর্মীদের 'বিনা বিচারে হত্যা ও গ্রেফতারের' প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে নানান তৎপরতা শুরু করে চরমপন্থি বিভিন্ন সংগঠন। আগস্টের আগে শেখ মুজিবের ওপর এক দফা হামলাও হয়েছিল বলে তখন ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিল ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। “সব মিলিয়ে দেশে তখন দম বন্ধ হওয়ার মতো এক ধরনের অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। বাকশালের কারণে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ওই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের সুযোগ যেহেতু সেভাবে ছিল না, সেজন্যই হয়ত সেনাবাহিনীর একটি অংশ তখন ক্যু করার পথ বেছে নিয়েছিল,” বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। কিন্তু শেখ মুজিব নিহত হওয়ার আগের কয়েক সপ্তাহ বাংলাদেশে ঠিক কী ঘটছিল?

দুর্নীতি ও লুটপাট

স্বাধীনতার পর কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, কোনোভাবেই সেটি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছিল না শেখ মুজিবের সরকার। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর দুর্নীতি ও লুটপাট আরো বেড়ে যায় বলে বিভিন্ন স্মৃতিকথা ও সেসময়ের পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়। “রিলিফের মাল দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে না। চলে গম চুরি, চাল চুরি, কম্বল চুরি,” অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হামিদ তার 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে লিখেছেন। দুর্নীতি, লুটপাট ও চোরাচালান বন্ধসহ সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একপর্যায়ে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামায় সরকার। তারা কাজ করতে গিয়ে দেখেন দুর্নীতি ও

চোরাচালানের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অনেকেই জড়িত। "তরুণ অফিসাররা এসময় ক্ষমতাসীন পার্টির বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। পার্টির নেতারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেখ সাহেবের কাছে ক্রমাগত অভিযোগ তুলতে থাকে," নিজের বইতে লিখেছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা মি. হামিদ। দলের ভেতর থেকে চাপ বাড়তে থাকার একপর্যায়ে সেনা সদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনে সরকার। "এমন সিদ্ধান্তের ফলে সেনা সদস্য এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা নেগেটিভ পারসেপশন (নেতিবাচক ধারণা) তৈরি হয় যে, শেখ মুজিব তার দলের নেতাকর্মীদের অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ না করে উল্টো প্রশ্রয় দিচ্ছেন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। ফলে দুর্নীতি-লুটপাট আরও সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে। সেসময় সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে কীভাবে খাদ্যশস্য লুটপাট হচ্ছিল, ১৯৭৫ সালের ২৬ জুলাই দৈনিক ইত্তেফাকে সেটির কিছু ছবি ছাপানো হয়। ব্যাপারটিকে 'হরির লুট' আখ্যা দিয়ে খবরে লেখা হয়েছে, গুদাম থেকে খাদ্যশস্য পাচারের এমন ঘটনা অনেকদিন থেকেই ঘটছে। এর কিছুদিন পর প্রকাশিত আরেকটি খবরে অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, সরকারি গুদাম থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানোর সময় পথেই এক চতুর্থাংশ খাদ্যশস্য 'রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাচ্ছে'। মূলত নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে অনেকটাই 'অরক্ষিতভাবে' পাঠানোর কারণে যাত্রাপথে ট্রেনের বগি ভেঙে 'ব্যাপকহারে খাদ্য পাচার' করা হচ্ছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার একটি ছবিও প্রকাশ করে পত্রিকাটি। ১০ আগস্ট দৈনিক বাংলার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "সমাজের সর্বস্তর আজ দুর্নীতির বিষদাঁতে বিদ্ধ... মুক্তিযুদ্ধে শহিদানের পরিবার-পরিজনকে দেওয়া ২৭১টি চেক ওরা গায়েব করে ফেলেছে।"

আইনশৃঙ্খলায় অবনতি

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমেই আরও খারাপের দিকে যায়। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রতিদিনই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও খুনের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের বাড়িতে চুরি-ডাকাতির পাশাপাশি সেসময় ট্রেন এবং লঞ্চেও অহরহই ডাকাতির ঘটনা ঘটে, যার খবর ছাপা হয় তখনকার পত্র-পত্রিকায়। ১৯৭৫ সালের ১১ আগস্ট দৈনিক বাংলা পত্রিকায় তেমনি একটি ট্রেন ডাকাতির খবরে ছাপা হয়। 'দুর্ধর্ষ ট্রেন ডাকাতি' শিরোনামের খবরটিতে বলা হয়েছে, ঠিক আগের রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঈশ্বরদীগামী একটি যাত্রীবাহী ট্রেনে ডাকাতির ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে বাধা দিতে গেলে ডাকাত দলের সদস্যরা শতাধিক রাউন্ড গুলি নিক্ষেপ করে। সেই গুলিতে দুই যাত্রী নিহত এবং অন্তত ২২ জন আহত হন বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে।

চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে অভিযান

১৯৭৫ সালের শুরুতে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির শীর্ষ নেতা সিরাজ শিকদারকে হত্যা করে পুলিশ। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরমপন্থি সংগঠনটির নেতাকর্মীরা তাদের সহিংস তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে দেশের 'শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে' বলে জানায় তৎকালীন সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বহারা পার্টিসহ চরমপন্থি বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করে পুলিশ ও রক্ষী বাহিনী। সেই অভিযানের খবরাখবর নিয়মিতভাবেই তখনকার পত্রপত্রিকায় বের হতে থাকে। সেখানে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সরকারি বাহিনীর সঙ্গে 'গোলাগুলিতে' মাঝেমধ্যেই চরমপন্থি নেতাকর্মীদের নিহত হতে দেখা যায়। কম ক্ষেত্রেই সরকারি বাহিনীর সদস্যদের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। ১৩ আগস্ট, অর্থাৎ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার দুইদিন আগে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তেমনই একটি খবরের শিরোনাম: '৪ জন চরমপন্থি নিহত, ১ জন গ্রেফতার'। খবরটিতে বলা হয়েছে, ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অভিযান চালাতে গেলে 'চরমপন্থিরা' রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি নিক্ষেপ শুরু করলে তারাও পাল্টা গুলি চালায়। এতে চরমপন্থি সংগঠনের চার সদস্য ঘটনাস্থলে নিহত হন। এছাড়া অপর একজনকে গ্রেফতার করা হলেও বাকিরা পালিয়ে যান।

প্রথমে খরা, তারপর বন্যা

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রভাব তখনো পুরোপুরি কাটয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। খাদ্য সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয় যে, আউশের মৌসুমে তারা যেন আরও বেশি জমিতে ধান চাষ করে। কৃষকদের অনেকে এই আহ্বানে সাড়াও দেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই দেখা দেয় খরা। ১৯৭৫ সালের নয়ই জুলাই প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের একটি খবরের শিরোনাম: 'পানির অভাবে আউশ ধানের গাছ শুকাইয়া যাইতেছে'। সেখানে বলা হয়েছে, ভরা বর্ষা মৌসুমেও অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়া ও সেচের অভাবে কুমিল্লা, নেত্রকোণা, কালিগঞ্জসহ দেশের অনেক এলাকায় আউশের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। পানির অভাবে ধানের গাছ শুকিয়ে মরতে বসায় কৃষকরা চিন্তায় পড়ে গেছেন। এ ঘটনার সপ্তাহ দেড়েকের মধ্যে 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা' হিসেবে দেশে দেখা দেয় আরেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খরার পর শুরু হয় একটানা বৃষ্টি। এই অতিবৃষ্টি ও উজানে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলের অনেক এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। এতে আউশের ফসলসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির পাশাপাশি বেশকিছু প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। অন্যদিকে, বন্যা কবলিত এলাকায় ডায়রিয়াসহ পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সেইসঙ্গে, তীব্র হয় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট।

সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ

সাবেক সেনা কর্মকর্তাদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বেশকিছু কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন অস্থিরতা ও অসন্তোষ বিরাজ করছিল। বিশেষ করে, দলীয় নেতাদের চাপের মুখে সেনা সদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনার সরকারি সিদ্ধান্তে তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এছাড়া সেনাবাহিনীর একাংশ শেখ মুজিবের একদলীয় শাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না বলেও জানা যায়। "এই সময় তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের কিছু অংশ দারুণ ক্ষেপে ওঠে। তারা ভেতরে ভেতরে দল পাকাতে থাকে," নিজের বইতে লিখেছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হামিদ। পদ-পদবী ঘিরে সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যেও বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে, রক্ষী বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা ঘিরেও সেনাদের মধ্যে অসন্তোষ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যেই একটি গুজবকে কেন্দ্র করে সেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। "ক্যান্টনমেন্টে গুজব ছড়িয়ে পড়লো, শেখ সাহেব সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে ভারতীয় সহযোগিতায় রক্ষী বাহিনীকে গড়ে তুলছেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে রক্ষী বাহিনীকে সাজিয়ে দিচ্ছেন। রক্ষী বাহিনীর জন্য নতুন নতুন ব্যারাক, নতুন গাড়ি, নতুন ইউনিফর্ম সেনাবাহিনীর সন্দেহ আরো বাড়িয়ে তোলে," সাবেক সেনা কর্মকর্তা মি. হামিদ তার 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে লিখেছেন। এর বাইরে, বিভিন্ন ইস্যুতে সেনাবাহিনীর তরুণ কিছু কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার ঘটনা ঘিরেও অনেকের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন মি. হামিদ।

দুর্নীতিরোধে অভিযান

বিশ্লেষকরা বলছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে যেভাবে অনিয়ম ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেটার ফলে তৎকালীন সরকার যে ক্রমেই সাধারণ মানুষের সমর্থন হারাচ্ছিল, একপর্যায়ে তিনি নিজেও সেটি টের পান। তখন দুর্নীতি ও চোরাচালান বন্ধে বেশ কয়েক দফায় অভিযানও চালায় তার সরকার। এর মধ্যে সবশেষ অভিযানটি শেখ মুজিব শুরু করেছিলেন নিহত হওয়ার সপ্তাহ তিনেক আগে। জুলাইয়ের শেষভাগের ওই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল মূলত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে। ফলে সেসময়ের পত্র-পত্রিকায় তাদের সাময়িক বরখাস্ত করা এবং গ্রেফতার হওয়ার খবর নিয়মিতভাবে ছাপা হতে দেখা যায়। ১৯৭৫ সালের পহেলা আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত তেমনই একটি খবরের শিরোনাম: 'সাত লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ৩ জন গ্রেফতার'। খবরটিতে বলা হয়েছে যে, ব্যাংকের ভুয়া রশিদ ব্যবহার করে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) তিন কর্মকর্তা সরকারি প্রায় সাত লাখ সাড়ে ২৭ হাজার টাকা সমমূল্যের সিমেন্ট তুলে বিক্রি করে, সেই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে জানতে পারে দুর্নীতি দমন সংস্থা। পরে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিমন্ত্রী বরখাস্ত

১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে তৎকালীন যোগাযোগে প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মি. মঞ্জুরকে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, তাদেরকে 'সতর্ক করা এবং সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার' লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার ওই সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছিল বলে তখনকার গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে। বরখাস্তের সিদ্ধান্ত জানিয়ে মি. মঞ্জুরকে ২১ জুলাই একটি চিঠি পাঠান তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান। পরের দিন প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে সেই চিঠির বর্ণনা খবরে তুলে ধরা হয়েছে এভাবে: "আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ (৫) ধারার আওতায় আমি আপনাকে প্রতিমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করিতেছি।"

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকারের পতন এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানকে। তখনকার প্রথম বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টের এই কর্মকর্তা বেশ সময় নিয়ে পরিকল্পনাটি করেছিলেন এবং সেটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৫ আগস্টের কয়েক সপ্তাহ আগে অন্য সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে জানা যায়। কিন্তু সেনাবাহিনীর একজন জুনিয়র কর্মকর্তা মেজর ফারুক, যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধাও বটে, তিনি কেন হঠাৎ অভ্যুত্থান ঘটিয়ে শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন? "ফারুক ছিল বড়োই আবেগপ্রবণ। দেশের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতার অপব্যবহার, খুন, হাইজ্যাকিং ইত্যাদি অবলোকন করে সে ভীষণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে," নিজের বইতে লিখেছেন অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হামিদ। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "দেশ ক্রমাগত ভারতের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে, শেখ মুজিব দেশকে ভারতের সেবাদাস বানিয়ে ফেলছেন, ফারুকের ভেতরে এই ধারণা প্রবল মানসিক যন্ত্রণার উদ্রেক করে। পাকিস্তানী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে আমরা ভারতের শৃঙ্খল পরতে রাজি নই- এই ছিল ফারুকের কথা।" অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথাটি মেজর ফারুক প্রথমে জানান সেনাবাহিনীর আরেক মেজর খন্দকার আব্দুর রশিদকে। সম্পর্কে তারা দু-জন ছিলেন ভায়রা ভাই। ১২ আগস্ট রাতে আলোচনা করে তারা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৫ তারিখকে বেছে নেয় বলে 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক

সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত এবং জোরপূর্বক অবসর দেওয়ার ক্ষুব্ধ বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে মেজর ফারুক এবং মেজর রশিদের যোগাযোগ হয়। চাকরি হারানোর ফলে ক্ষুব্ধ ওইসব কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর শরীফুল হক ডালিম, নূর চৌধুরী, রাশেদ চৌধুরী, আজিজ পাশা এবং সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান। এর বাইরে, একজন সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তাও অভ্যুত্থানে অংশ নেন, যার নাম বজলুল হুদা। সামরিক এসব কর্মকর্তাদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গেও যোগাযোগ করে তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেন অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা। তাদের মধ্যে কেবল খন্দকার মোশতাক আহমেদের কাছ থেকেই তারা ইতিবাচক সাড়া পান। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এ হামিদ তার বইতে লিখেছেন যে, ১৯৭৫ সালের ২ আগস্ট শেখ মুজিব সরকারের মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে দেখা করেন মেজর রশিদ। তারা দু-জনই ছিলেন কুমিল্লা, তথা একই এলাকার বাসিন্দা। "মোশতাক আহমেদ শেখ সাহেবের সর্বশেষ কার্যকলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না। মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। অবএব, রশিদ তার সাথে কথাবার্তা বলে সহজেই বুঝতে পারে, প্রয়োজন মুহূর্তে এই বুড়োকে ব্যবহার করা যাবে," লিখেছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা মি. হামিদ। পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় যে, শেখ মুজিবকে উৎখাত ও হত্যা করার পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিবেন এবং সব ধরনের রাজনৈতিক চাপ সামাল দিবেন।

শেষ মুহূর্তের 'রেকি'

১৫ আগস্ট চূড়ান্ত আঘাত হানার আগের দিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে অবস্থিত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন ও এর আশপাশ রেকি বা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আসেন অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা। শেখ মুজিব হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী সুবেদার গণি তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জানান, ১৪ আগস্ট বিকেলে মেজর ডালিমকে তিনি শেখ মুজিবের বাসভবনের সামনে মোটর সাইকেলে করে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন। এর বাইরে, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকেও সেদিন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় দেখা গিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। এছাড়া সেনানিবাসের টেনিসকোর্টেও মেজর ডালিমসহ চাকরিচ্যুত বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাদেরকে দেখা যায় বলে নিজের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা মি. হামিদ। এরপর নিয়মিত মহড়ার নামে অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা রাতে ট্যাঙ্ক, অস্ত্র এবং সৈন্য-সামন্তসহ ঢাকা সেনানিবাসে একত্রিত হন। সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার পর ১৫ আগস্ট ভোরে তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে।

বত্রিশ নয়, নিরাপত্তা জোরদার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট রাতের শেষভাগে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে অভ্যুত্থানকারী সেনারা যখন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে যান, তখন তাদের প্রতিহত করার মতো তেমন জোরদার পাহারার সেখানে ছিল না বলে পরবর্তীতে গোয়েন্দা রিপোর্টে উঠে আসে। বরং সেদিন নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। কারণ ১৫ আগস্ট সকালে সেখানে যাওয়ার কথা ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের। এজন্য যাবতীয় প্রস্তুতিও শেষ করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যেই সেখানে বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। কারা ওই হামলা চালিয়েছিল, সেটি জানা যায়নি। তবে হামলার পর পুলিশসহ নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর নজরদারী সেখানে আরো বাড়ানো হয়েছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসভবন ছিল অনেকটাই অরক্ষিত। যারা সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন, তাদের কাছে পর্যাপ্ত গোলা-বারুদ মজুত ছিল না বলেও পরবর্তীতে তদন্তে উঠে আসে।

আগেও হামলা হয়েছিল

১৯৭৫ সালে আগস্টের আগেও শেখ মুজিবের ওপর হামলা হয়েছিল। যদিও বিষয়টি তখন জানাজানি হতে দেয়নি সরকার। তবে ওই হামলার খবর তখন ওয়াশিংটনকে গোপন তার বার্তায় জানিয়েছিল ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস। সেখানে বলা হয়েছিল, ১৯৭৫ সালের ২১ মে বিকেলে শেখ মুজিবের ওপর এক দফা হামলা হয়। মুজিব অক্ষত থাকলেও এ ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তি আহত হন। টিভি স্টেশন পরিদর্শন শেষে বাসায় ফেরার সময় তার ওপর ওই হামলাটি চালানো হয়েছিল। তবে সেটির সঙ্গে ঠিক কারা জড়িত, তা মার্কিন তার বার্তায় উল্লেখ করা হয়নি। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের নিরাপত্তায় নিয়োজিত একজন পুলিশ কর্মকর্তা মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মকর্তাকে হামলার তথ্যটি নিশ্চিত করেন বলে উল্লেখ করা হয়। তবে সরকারি সিদ্ধান্তে হামলাটির কথা জনগণকে জানতে দেওয়া হয়নি। তথ্য অধিদপ্তর খবরটি প্রকাশ না করার জন্য পত্রিকাগুলোর কাছে কড়া নির্দেশনা পাঠিয়েছিল বলে মার্কিন গোপন বার্তায় বলা হয়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

শেখ হাসিনার দেশে ফেরার কী কী পথ খোলা আছে?

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা ঘিরে নতুন করে আলোচনায় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক। শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকেই ভারতে আছেন এবং তার ঘোষণাটিও এসেছে ভারতের দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে। বাংলাদেশের আপত্তির পরও তার এই সংবাদ সম্মেলন ঢাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। এর পাঁচদিন পর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায় ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদিকে। বৈঠকের পর সেদিনই তিনি উড়াল দেন দিল্লীর উদ্দেশ্যে। দিল্লি পৌছে পরদিন তাকে আলোচনা করতে দেখা গেছে নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

সঙ্গে। বাংলাদেশে বৈঠক শেষে দিনেশ ত্রিবেদিকে ঠিক কী কারণে দিল্লি ছুটে যেতে হলো সেটা অবশ্য পরিষ্কার নয়। তবে দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে হঠাৎ এই যে এক ধরনের টানটান পরিস্থিতি তার পেছনে দিল্লির প্রেস ব্রিফিংয়েরও যে একটা ভূমিকা আছে, সেটা স্পষ্ট। কারণ ওই ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন। কিন্তু সেখানে ডিসেম্বরে ঢাকায় ফেরার যে ঘোষণা, সেটা আসলে কতটা সম্ভব? কিংবা তিনি চাইলেই কি ফিরতে পারবেন এমন প্রশ্নও আছে।

শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরা : স্বেচ্ছায় নাকি প্রত্যর্পণ?

শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হচ্ছে, তার কাছে বৈধ কোনো পাসপোর্ট নেই। বাংলাদেশ সরকার তার পাসপোর্ট বাতিল করেছে। ফলে পাসপোর্ট ছাড়া তিনি কীভাবে ফিরবেন, সেটা একটা প্রশ্ন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছেন। তবে তার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয়ও সরাসরি সেভাবে বাধা নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, আগামী ডিসেম্বরে তিনি সত্যিই দেশে ফেরার চেষ্টা করবেন কি-না এবং তখন বাংলাদেশ সরকার তাকে দেশে ফিরতে দেবে কি-না? বাংলাদেশ অবশ্য শেখ হাসিনার বিষয়ে আগেই তার অবস্থান পরিষ্কার করেছে। দেশটি শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক চিঠিও পাঠিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার তাকে ফেরত চায়। কিন্তু তার ফেরার কী সুযোগ আছে? এখানেও দুটি পথ স্পষ্ট। একটি হচ্ছে, তিনি 'নিজের সিদ্ধান্তে নিজের পছন্দমতো সময়ে' ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেন। তবে এটার জন্য তার দরকার হবে বৈধ পাসপোর্ট। পাসপোর্ট না থাকলে উপায় হচ্ছে, ট্রাভেল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে সীমান্ত পার হওয়া। “তিনি তো বাংলাদেশের নাগরিক। নিজ দেশে ফেরত আসতে চাইলে সেটা তার অধিকার। একইসঙ্গে পাসপোর্ট পাওয়াও তার অধিকার,” বলছিলেন সাবেক কূটনীতিক ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি এম হুমায়ুন কবীর। “তার যদি ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকে, তিনি সেটা ব্যবহার করতে পারবেন। না থাকলে তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে ট্রাভেল পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সে আবেদনের ভিত্তিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সরকারের সিদ্ধান্ত যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে তিনি পারমিট নিয়ে বাংলাদেশে আসতে পারেন,” যোগ করেন এম হুমায়ুন কবীর। তবে শেষ পর্যন্ত যদি শেখ হাসিনা নিজে ফিরে না আসেন, তাহলে আরেকটি উপায় হচ্ছে, তার প্রত্যর্পণ। অর্থাৎ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'প্রত্যর্পণযোগ্য অপরাধের মামলায়' অভিযুক্ত বা ফেরার আসামি ও বন্দিদের একে অপরের কাছে হস্তান্তরের জন্য যে চুক্তি আছে, সেই চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া। তবে চুক্তিতে নানা ফাঁক-ফোকড় আছে। ফলে চাইলেই যে সেই আইন অনুযায়ী প্রত্যর্পণ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বাধ্যবাধকতাও নেই। তাছাড়া বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের দুই বছর পরও যখন এই প্রক্রিয়ার কোনো অগ্রগতি হয়নি, তখন সেটা অদূর ভবিষ্যতে আদৌ সম্ভব কি-না তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। অতীতেও ভারত বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিদদের সেদেশে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের কেউ কেউ পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় ফিরে গেছেন, আবার কেউ কেউ এখনো অবস্থান করছেন। তবে শেখ হাসিনা যেখানে নিজেই ফিরতে চান, সেখানে প্রত্যর্পণ আইন প্রয়োগের প্রয়োজন দেখছেন না জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ও বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন -এর চেয়ারপারসন এলিনা খান। তিনি বলেন, “উনি কিন্তু অলরেডি ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানেই অবস্থান করছেন। এটাকে আমরা জেল কাস্টডি মনে করছি না। এখানে উনি নিজেই প্রত্যাবর্তনের সদিচ্ছা পোষণ করেছেন যে, উনি আসতে চান। বাংলাদেশ সরকারও বলছে, উনি আসুক, তাকে ফেরত পাঠানো হোক।” “তাহলে সেখানে ভারতের কোনো চুক্তি বা এ ধরনের কোনো সমস্যা আছে বলি মনে করছি না। কারণ শেখ হাসিনা যদি বলতেন যে, আমি যাবো না। তাহলে একটা প্রশ্ন আসতো যে, ওই আইন অনুযায়ী তাকে পাঠানো হোক। কিন্তু উনিও আসতে চাচ্ছেন, এখানে সরকারও তাকে চাচ্ছে। সুতরাং উনার আসতে কোনো বাধা আছে বলে আমি মনি করি না,” যোগ করেন এলিনা খান।

শেখ হাসিনা ফিরলে কী হবে?

এটা নির্ভর করছে, তিনি কীভাবে ফেরেন তার উপর। রাজনীতি বিশ্লেষকদের অনেকেই মনে করেন, তিনি যদি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে 'ফলপ্রসূ কোনো নেগোসিয়েশন' করে আসতে পারেন, তাহলে তার ফেরাটা হবে একরকম। তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় নেগোসিয়েশনের পরিস্থিতি সেভাবে দেখা যাচ্ছে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে যদি 'নেগোসিয়েশন ছাড়াই' তিনি ফেরেন, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে ফিরেই আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা গ্রেফতার হতে হবে। কারণ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ইতোমধ্যেই তার মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে। “আইন তো সবার জন্যই প্রযোজ্য। সুতরাং উনি আসা মাত্রই তো উনাকে গ্রেফতার করবে। এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, উনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার যে সময়সীমা, সেটাও কিন্তু অলরেডি পার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তো ওনাকে প্রথমেই আসলে কাস্টডিতে নেবে। তারপর আইন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ চলতে থাকবে,” বলেন এলিনা খান। দেশে ফিরলেই মৃত্যুদণ্ডের সাজার মুখোমুখি কিংবা গ্রেফতারের যে ঝুঁকি, সেটা নিশ্চিতভাবে শেখ হাসিনাও জানেন। কিন্তু তাহলে তার আসার কথা কেন বলা হচ্ছে? এখানেই সামনে আসছে, দল হিসেবে 'আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব সংকটের' কথা। বাংলাদেশে দলটির কার্যক্রম ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর শেখ হাসিনা নিজেসহ অন্য নেতারাও পলাতক। ফলে দল বাঁচানোর জন্যই শেখ হাসিনা

ফিরবেন এমন বক্তব্য আছে দলটির ভেতরে। যদিও তার ফেরার বাস্তবতা দেখেন না রাজনীতি বিশ্লেষকদের অনেকেই। "শেখ হাসিনাকে আমি আর ওইরকম হিরোইক জায়গাতে দেখতে পাই না। যেভাবে ওনাকে চলে যেতে হলো, আমার মনে হয় না যে, ওই সাহস নিয়ে উনি ফিরবেন এবং আত্মসমর্পণ করবেন," বলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও রাজনীতি বিশ্লেষক সাঈদ ফেরদৌস। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "উনি যত জোর গলায় বলছেন, আইনি পন্থায় এগুলোকে মোকাবিলা করার মতো বাস্তবতা তার নাই। আর বাংলাদেশেও বিচারকে আমরা এরকম পক্ষপাতহীন, প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বাইরে এসে ন্যায়বিচার আমরা দেখি না। এখানে শেখ হাসিনা নিজেও ন্যায়বিচার করেন নাই। উনি ন্যায়বিচার পাবেন- এই ভরসাও ওনার নাই। ফলে উনি এখানে আসবেন না।"

শেখ হাসিনা কি চাইলেই ফিরতে পারবেন?

শেখ হাসিনার আসা না আসার বিষয়টি যে শুধু তার একার উপর নির্ভর করছে, তা নয়। বাংলাদেশে যদি সত্যিই তিনি ফিরে আসতে পারেন, তাহলে এরপর সেখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন হবে, সেটার মূল্যায়নও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ইস্যুটির সঙ্গে এখন ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎও জড়িয়ে গেছে। ফলে শেখ হাসিনা চাইলেই যে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবীর সেটা মনে করেন না। তিনি বলেন, "তিনি তো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কাজেই এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যাদের পেছনে লক্ষ মানুষের সমর্থন থাকে, বড়ো সংগঠন থাকে এবং যারা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন বা ব্যাঘাত ঘটাতে পারেন, সেই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যাপারে তো একক সিদ্ধান্তের বিষয় থাকে না। অনেক সময় এর সঙ্গে অন্যান্য অংশীদারেরা যুক্ত হয়ে যান।" কিন্তু এখানেই তাহলে আবার প্রশ্ন উঠছে, ভারত কি তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ হিসেবে শেখ হাসিনা ইস্যুকে ব্যবহার করছে? "ভারত যদি এটাকে তার দরকষাকষির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, সেটা আমার ধারণা ইতিবাচকের বদলে নেতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা আছে," বলেন এম হুমায়ুন কবীর। "গত ৫ আগস্টে দিল্লিতে যে কাণ্ডটা (প্রেস ব্রিফিং) ঘটলো, তারপর আপনি রিঅ্যাকশনটা যদি খেয়াল করেন। এরকম ভাষায় প্রতিবাদ আমি কখনও দেখিনি। কীরকম বিক্ষুব্ধ হলে এমন প্রতিবাদের ভাষা আসতে পারে। এটা তো সরকারি পর্যায়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা আছেন, তারাও কিন্তু সরব প্রতিবাদ করেছেন," তিনি বলেন। "এখানে ভারত দরকষাকষি করেছে, সেটা বলবো না। (শেখ হাসিনাকে ব্রিফিং করার) একটা সুযোগ হয়ত করে দিয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ করে দেওয়ার রিঅ্যাকশনটা আপনি পেয়েছেন। কাজেই এটা কিন্তু একটা ইন্ডিকেটর এটা বোঝার জন্য যে, ফারদার এটা নিয়ে মুভ করতে গেলে কীরকম রিঅ্যাকশন হতে পারে," যোগ করেন এম হুমায়ুন কবীর। শেখ হাসিনা শেষপর্যন্ত কী করবেন, সেটা সময়ই বলে দেবে। তবে তার সমীকরণ যেমনটাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, ফেরার সময়সীমা ঘোষণার সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনার জন্য নতুন করে একটা রাজনৈতিক ঝুঁকিও বটে। বিশেষ করে ঘোষণা দিয়ে দেওয়ার পর তিনি যদি না ফেরেন, তাহলে সেটা দলকে পুনরুজ্জীবিত করা তো দূরের কথা বরং সেটা নতুন সংকটের কারণও হতে পারে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা ও আল কায়েদা ইস্যু আবার কেন আলোচনায়?

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশের একাধিক জায়গায় কয়েক মাসের মধ্যে বোমা কিংবা বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারের একাধিক ঘটনা গণমাধ্যমে এসেছে। এরমধ্যেই, সম্প্রতি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিষয়টি আবার আলোচনায় উঠে এসেছে এবং এক ধরনের উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই। এই ইস্যুতে আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বলছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। তাদের দাবি, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা বা নাশকতার কোনো শঙ্কা এখন নেই। তবে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে যেটা বলা হয়েছে- বাংলাদেশে নিজেদের স্থায়ী ঘাঁটি ও গোপন সেল গড়ে তোলার চেষ্টা করছে আল কায়েদা, এটি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা। কিন্তু, বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার, নব্য জেএমবি সক্রিয় হওয়ার অভিযোগ এবং সবশেষ আল কায়েদা নিয়ে জাতিসংঘের বার্তা- এসব ঘটনা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ভালো বার্তা দেয় না বলেই মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এখনো বড়ো কোনো ঘটনা না ঘটলেও গোয়েন্দা নজরদারিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা আরও বাড়ানো উচিত। এছাড়া, এসব তৎপরতার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো কোনো কৌশল রয়েছে কি না- সেটিও খতিয়ে দেখার কথা বলছেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনে যা আছে

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের 'অ্যানালিটিক্যাল সাপোর্ট অ্যান্ড স্যাংশনস মনিটরিং টিম'-এর সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে আল-কায়েদা ইন দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বা একিউআইএস নিয়ে নতুন তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, একিউআইএস একটি খণ্ডিত গোষ্ঠী থেকে আঞ্চলিক সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত হচ্ছে। বড়ো ইউনিটের বদলে তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোটো ছোটো সেলের মাধ্যমে কাজ করছে। এর পাশাপাশি সংগঠনটি শক্তিশালী লজিস্টিক ও আর্থিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। একিউআইএস-এর কর্মকাণ্ডের একটি উদাহরণ হিসেবে দিল্লির লাল কেল্লায় হামলার বিষয়টি প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫

সালের নভেম্বরে হওয়া ওই হামলার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনটিকে দায়ী করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো- সংগঠনটি বাংলাদেশে তাদের সেল গঠনের চেষ্টা করছে, এই তথ্য প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইউএনএসসি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, একিউআইএস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থান করছে। তাদের তাজকিরা (তালেবানের দেওয়া পরিচয়পত্র) দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। গত ১০ আগস্ট প্রকাশ করা এই প্রতিবেদনে, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের নয়ই জুন পর্যন্ত আল-কায়েদা ও সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর কার্যক্রম ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক ঘটনায় শঙ্কা বেড়েছে

জাতিসংঘের রিপোর্টের আগেই গত কয়েক মাসে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ঘটনা গণমাধ্যমে এসেছে, যেখানে বোমা ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এছাড়া, নতুন করে আলোচনায় এসেছে একসময় বাংলাদেশে আলোচিত ও নিষিদ্ধঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির কার্যক্রম। নব্য জেএমবির একটি চক্রের বিষয়ে নতুন তথ্য পেয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত ১২ আগস্ট সাভারের দক্ষিণ শ্যামপুর এলাকায় তিনতলা একটি বাড়ি ঘিরে অভিযান চালায় পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বা সিটিটিসি ইউনিট। সেখান থেকে ৯টি বিস্ফোরক এবং বিপুল পরিমাণ গান পাউডারসহ বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এর আগে, গত ৩০ জুলাই সাভারের আশুলিয়ায় একটি মুদি দোকানে ফেলে যাওয়া ভ্রমণ ব্যাগ থেকে বিশেষ কায়দায় তৈরি একটি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া, ২৪ জুলাই ঢাকার মতিঝিলে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচ থেকে একটি ছাতার ভেতরে রাখা বোমাও উদ্ধার করে পুলিশ। এসব ঘটনাক্রমের মধ্যেই ক'দিন আগে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যানবাহনে হামলার আশঙ্কা থেকে সারা দেশে সতর্কতা জারি করেছিল বাংলাদেশের পুলিশ সদর দপ্তর।

গত এপ্রিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ দাবি করেছিলেন যে, বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি তৎপরতা নেই। কিন্তু, সম্প্রতি সাভারে একটি বাড়িতে অভিযান ঘিরে নিষিদ্ধ সংগঠন জেএমবির তৎপরতার তথ্য এবং বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা নিয়ে ইউএনএসসি-এর প্রতিবেদন নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বা সিটিটিসি ইউনিটের প্রধান মোহাম্মদ শামসুল হক বলছেন, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা বা নাশকতার কোনো শঙ্কা এই মুহূর্তে নেই। "আমরা তো প্রতিটা ঘটনাই তদন্ত করছি। আমরা বলছি যে, আতঙ্কিত হওয়ার কিংবা নাশকতার আমরা কোনো আশঙ্কা দেখছি না," বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। সম্প্রতি বোমা বা বিস্ফোরক উদ্ধারের যে-সব ঘটনা ঘটেছে, সেখানে আল কায়েদার কোনো যোগসূত্র রয়েছে কি না- সেটি যাচাই করা হচ্ছে বলেই জানান সিটিটিসি প্রধান। "আল কায়েদার কোনো যোগসূত্র আছে কি না, সেটাও আমরা দেখছি। তদন্ত চলছে, তদন্তের পরই বলা যাবে," বলেন মি. হক। তবে বাংলাদেশে আল কায়েদার তৎপরতা বা সেল গঠনের চেষ্টা প্রসঙ্গে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যে দাবি করেছে, সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি পুলিশের এই কর্মকর্তা। তিনি বলেন, "আল কায়েদা ইস্যুতে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই, এটা সরকার কমেন্ট করবে।" সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

ইউক্রেনে বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা বেড়েছে: জাতিসংঘ

জাতিসংঘ জানিয়েছে, গত মাসে ইউক্রেনে অন্তত ৪৩৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। ২০২২ সালের মে মাসে রাশিয়ার আগ্রাসনের প্রাথমিক পর্যায়ের পর এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা। ইউক্রেনে জাতিসংঘের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ মিশন বৃহস্পতিবার আরও জানিয়েছে যে, জুলাই মাসে শিশু মৃত্যু ও আহতের সংখ্যা ১৮০ ছাড়িয়েছে। এই সংখ্যাটি ২০২২ সালের এপ্রিলের পর থেকে সর্বোচ্চ। মানবাধিকার সংস্থাটি বলছে, অধিকৃত ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডে তথ্য ক্রমশ সীমিত হয়ে আসায় সেগুলো যাচাই করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে এবং প্রকৃত সংখ্যা সম্ভবত এর চেয়ে অনেক বেশি। জাতিসংঘের ভাষ্যমতে, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনসহ দূরপাল্লার অস্ত্র এখনও বেসামরিক হতাহতের প্রধান কারণ, যার বেশিরভাগই ঘটে থাকে শহরের কেন্দ্রের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আবারও জানিয়েছেন, তার দেশের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সহায়তা প্রয়োজন। তিনি শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বার্তা পোস্ট করে বলেছেন, "এ বছর আমাদের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসকারী ইন্টারসেপ্টর রয়েছে ২০২৫ সালের তুলনায় আড়াই গুণ কম। অন্যদিকে, রাশিয়ার কাছে এখন প্রতি মাসে আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে।" জেলেনস্কি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইউক্রেনের কাছে তার প্যাক-৩ ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের ৫ শতাংশও বিক্রি করে, তাতেও "আমরা শীতকাল পার করতে এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে পারব।"

(এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

কাতারে আটক ৩ ইরানি পাইলটের বিষয়ে রেড ক্রসের হস্তক্ষেপ চায় তেহরান

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান বিষয়ক কমিটির প্রধান কাতারে আটক তিন ইরানি পাইলটের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির প্রেসিডেন্টের কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। পার্সটুডে জানিয়েছে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল স্টাফের নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান বিষয়ক কমিটির প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইয়্যেদ মোহাম্মদ বাকেরজাদে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির প্রেসিডেন্ট মারিয়ানা স্পোলিয়ারিচকে লেখা চিঠিতে গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি বিমান হামলার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ইরানের বিমানবাহিনী বৈধ আত্মরক্ষার অংশ হিসেবে কাতারে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায়। এ অভিযানের অংশ হিসেবে ২ মার্চ দু'টি সুখোই-২৪ যুদ্ধবিমান কাতারে সামরিক লক্ষ্যবস্তুর দিকে উড়ে যায়। ফেরার পথে ইরানি পাইলটদের বিমান থেকে ইজেক্ট করতে হয়। চার পাইলটের মধ্যে একজন মাজিদ কাজেমি শহীদ হন। অপর তিন পাইলট জাওয়াদ সালেহি, আবদুল মজিদ দাশতিয়ান ও ইমরান বেহরুশিয়ান জীবিত অবস্থায় আটক হন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাকেরজাদে বলেন, ইরানি পাইলটদের আটক হওয়ার ছয় মাস পেরিয়ে গেছে। এরিমধ্যে কাতার সরকার চারটি জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে। তিনি বলেন, কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি অনুসরণ করা হলেও এখনো আটক পাইলটদের সঙ্গে তাদের পরিবারের সদস্য বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ কিংবা যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তৃতীয় জেনেভা কনভেনশনের ৭০ ও ৭৮ নম্বর ধারার উল্লেখ করে তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের নিজেদের পরিবারের সদস্য ও রেড ক্রস কমিটিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করার অধিকার রয়েছে। একইসঙ্গে অভিযোগ জানানোর এবং চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকারও তাদের রয়েছে। চিঠির শেষাংশে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাকেরজাদে আটক পাইলটদের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির প্রেসিডেন্টের প্রতি দ্রুত ইরানি বন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা, তাদের শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ এবং তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্রকে দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা বন্ধ করতে হবে : চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, হুয়াংইয়ান দ্বীপ চীনের ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ চীন সাগরের হুয়াংইয়ান দ্বীপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দাবির প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, হুয়াংইয়ান দ্বীপে জাতীয় প্রাকৃতিক সংরক্ষণ এলাকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা চীনের সার্বভৌমত্বের আওতাভুক্ত। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই। পাশাপাশি, দক্ষিণ চীন সাগর সংক্রান্ত 'অবৈধ ও অকার্যকর সালিশি রায়'-এর ভিত্তিতে ফিলিপাইনকে সমর্থন করারও কোনো অধিকার যুক্তরাষ্ট্রের নেই। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুয়ো আরও বলেন, দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা সৃষ্টি ও সংঘাত উসকে দেওয়া বন্ধ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে। একইসঙ্গে সামুদ্রিক বিষয়কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে চীনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়াও বন্ধ করতে হবে।

(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৫.০৮.২০২৬ নারগীস)

ডয়চে ভেলে

হরমুজ প্রণালিকে 'যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল' ঘোষণা দিতে চান ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানকে পরাজিত করার পর হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করবেন তিনি। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গার্ডেন সিটিতে পুলিশ একাডেমি আয়োজিত সমাবেশে ট্রাম্প বলেন, ''ইরানকে পুরোপুরি পরাজিত করার পর, তারা এখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হচ্ছে, আমি খুব শিগগিরই হরমুজ প্রণালিকে যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করব।'' তিনি আরও বলেন, ''এটাই সত্যি।'' তবে তার এই মন্তব্য কতটা গুরুতর ছিল বা এটি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন কোনো নীতির ইঙ্গিত কিনা, তা স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে। অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এমন বক্তব্য উড়িয়ে দিয়েছেন ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গরিবাবাদি। তিনি ইরানের জনগণের উদ্দেশে বলেছেন ''ভয় পাবে না'' এবং কৌশলগত সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব ইরানের কাছেই থাকবে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। ওই সময় ট্রাম্পসহ হোয়াইট হাউসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেছিলেন, তাদের লক্ষ্য হলো ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করা এবং গণআন্দোলনের মাধ্যমে ইরানের সরকার পরিবর্তনের পথ তৈরি করা। এর জবাবে ইরান মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর ওপর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। পাশাপাশি তারা হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধ শুরুর আগে এই প্রণালি দিয়েই বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পরিবহণ করা হতো। ইরানের এই সিদ্ধান্তের জবাবে যুক্তরাষ্ট্রও ইরানি জাহাজ ও বন্দরগুলোতে নৌ অবরোধ আরোপ করে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কয়েক মাস ধরে অচলাবস্থা চলছে এবং বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম অনেক বেড়ে গেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে অবকাঠামো তৈরি করে গ্যাস সংকট সমাধানে দুই বছর লাগবে: বাণিজ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশে গ্যাস সংকট উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। তিনি বলেছেন, অবকাঠামো তৈরি করে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে অন্তত বছর দুয়েক সময় লাগবে। শনিবার দুপুরে সিলেটে কৃষিবিষয়ক একটি কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার বাণিজ্যমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ''গ্যাসের অভাবে সমস্ত মিল-ফ্যাক্টরি সাফার করছে (ভুগছে), এটা বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তবতাটা আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ইনফ্রাস্ট্রাকচার (অবকাঠামো) তৈরি করেই এ থেকে বের হতে হবে।''পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মালয়েশিয়া থেকে এলএনজি আমদানির চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান খন্দকার আবদুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, ''মালয়েশিয়ার ছোট জাহাজগুলো অন্যত্র এনগেজড (ব্যস্ত)। তারপরও সরকার চেষ্টা করছে এ রকম কোনো আপৎকালীন সমাধান করে পরিস্থিতির কিছু উত্তরণ করা যায় কিনা।'' বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ''জ্বালানিসংকটের চ্যালেঞ্জ স্পষ্ট। অবকাঠামো তৈরি করে সংকট থেকে বের হতে যতটুকু সময় প্রয়োজন, সেটা দিতে হবে। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে গিয়ে কাজ করছে সরকার।'' (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে পাঁচ মাসে হাম ও হামের উপসর্গে মৃত্যু ৯০২

বাংলাদেশে হাম ও হামের উপসর্গে পাঁচ মাসে মৃত্যুর সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়ে গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে দেশটিতে আরও আটজন মারা গেছে। ২৪ ঘণ্টার হিসাবটি শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ধরে করা হয়েছে। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হামের উপসর্গে মারা গেছে ৮০৩ জন। আর হাম শনাক্ত হয়ে মারা গেছে ৯৯ জন। এ পর্যন্ত মোট ৯০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ৭২৮ জন। আর হাম শনাক্ত হয়েছে ৭০ জনের শরীরে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গে ঢাকায় মারা গেছে ছয় জন। আর সিলেটে মারা গেছে দুই জন। গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ মাসে হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন। আর হামে আক্রান্ত হয়েছে ১৭ হাজার ৮০০ জন। মোট আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ ৫৯ হাজার ৫৭৬ জন। আর এ সময়ে সুস্থ হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৭০০ জন। আর হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৪৯ জন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রনি)

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গার পরিচয় নিশ্চিত করেছে মিয়ানমার

নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশের আশ্রয় নেওয়া তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারের পশ্চিম রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির সেনা-সমর্থিত সরকার। নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া তিন লাখের বেশি রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারের পশ্চিম রাখাইন রাজ্যের সাবেক বাসিন্দা বলে নিশ্চিত করেছে দেশটির সেনা-সমর্থিত সরকার। শনিবার মিয়ানমার জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতি হলে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। রোহিঙ্গা সংকটের নবম বছরে এসে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এমন বক্তব্য দিল। ২০১৭ সালের আগস্টে রাখাইনে রোহিঙ্গা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হামলার পর সেনাবাহিনীর অভিযান থেকে বাঁচতে লাখ লাখ রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। এখনও বাংলাদেশের শিবিরগুলোতে বসবাস করছেন তারা। ওই বছর সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তারা আগের বিভিন্ন সামরিক সহিংসতার কারণে বহু বছর ধরে বাংলাদেশে থাকা আরও কয়েক লাখ রোহিঙ্গার সঙ্গে যোগ দেয়। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের ব্যাপকতা, পরিকল্পিত নিপীড়ন এবং নৃশংসতার কারণে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে জাতিগত নির্মূল ও গণহত্যার অভিযোগ তোলে। আগে বার্মা নামে পরিচিত মিয়ানমার দেশটির ১৩৫টি স্বীকৃত জাতিগোষ্ঠীর একটি হিসেবে রোহিঙ্গাদের স্বীকৃতি দেয় না। বরং তাদের 'বাঙালি' বলে উল্লেখ করে, যাতে বোঝানো হয় তারা বাংলাদেশ থেকে আসা এবং মিয়ানমারে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। মিয়ানমার জানিয়েছে, জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ যে আট লাখ ২৮ হাজার ৮২৪ জন শরণার্থীর তালিকা দিয়েছে, তার মধ্যে চার লাখ ২৬ হাজার ৫৪৫ জনের পরিচয় যাচাই করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিন লাখ আট হাজার ৭৯৭ জনকে রাখাইনের সাবেক বাসিন্দা হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এক লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ জনের পরিচয় যাচাই করা যায়নি এবং চার হাজার ২৪১ জনকে তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে দাবি করেছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, রাখাইনের নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হলে যাচাইকৃত সাবেক বাসিন্দাদের ফিরিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে মিয়ানমার। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাখাইন থেকে ১০ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে যে দাবি করা হয়, তা নাকচ করে দিয়েছে। তাদের মতে, ২০১৭ সালের সহিংসতার পর পাঁচ লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। আর দুই লাখের বেশি মানুষ উত্তর রাখাইনে থেকে গেছেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ দুই বছরের একটি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় সম্মত হয়েছিল। তবে ২০২১ সালে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী। এরপর মিয়ানমারের নিরাপত্তা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে এবং দেশজুড়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ শুরু হয়। ফলে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা সফল হয়নি। ২০২৩ সালে অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাখাইনভিত্তিক জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি ও সেনাবাহিনীর সংঘর্ষে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়। এতে প্রাণ বাঁচাতে আরও মানুষ

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বিভিন্ন এলাকা দখল করার পর আরাকান আর্মি এখন রাখাইনের বড় একটি অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশ্রয় শিবিরের দুরাবস্থা, বিদেশি সহায়তা কমে যাওয়া এবং নিরাপদে মিয়ানমারে ফেরার অনিশ্চয়তার কারণে অনেক রোহিঙ্গা নড়বড়ে নৌকায় করে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জুলাইয়ের শেষ দিকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম বলেন, প্রত্যাবাসন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বর্তমানে মালয়েশিয়ায় থাকা পাঁচ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমার সম্মত হয়েছে। তবে, ওই সময় মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা হান উইন অং বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, এই প্রত্যাবাসন কর্মসূচি শুধু মালয়েশিয়ার আটককেন্দ্রগুলোতে থাকা যাচাইকৃত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের গ্রহণ করবে বলে প্রকাশিত খবরও প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চালু হচ্ছে এআইনির্ভর 'অটো ফাইন সিস্টেম

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তিনির্ভর 'অটো ফাইন সিস্টেম' চালু করছে হাইওয়ে পুলিশ। আগামী ১৮ আগস্ট থেকে মহাসড়কে নির্ধারিত গতিসীমা অতিক্রম, অবৈধ পার্কিং, উল্টোপথে গাড়ি চালানোসহ বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় এ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মামলা ও জরিমানা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। শনিবার (১৫ আগস্ট) হাইওয়ে পুলিশ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, মহাসড়কে ট্রাফিক শৃঙ্খলা জোরদার এবং আইন অমান্যকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে দ্রুত, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির এআই ক্যামেরার মাধ্যমে মহাসড়কে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী যানবাহন শনাক্ত করা হবে। পরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের নিবন্ধিত মালিকের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে মামলার তথ্য পাঠানো হবে। মামলার তথ্য পাওয়ার পর যানবাহনের মালিক নির্ধারিত পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। হাইওয়ে পুলিশ বলছে, প্রযুক্তি-নির্ভর এই ব্যবস্থার ফলে মহাসড়কে সংঘটিত বিভিন্ন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা দ্রুত শনাক্ত, প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ এবং বিধি অনুযায়ী জরিমানা আদায়ের কার্যক্রম আরও দ্রুত, স্বচ্ছ, নির্ভুল ও কার্যকর হবে। 'অটো ফাইন সিস্টেম' চালুর মাধ্যমে মহাসড়কে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়বে, যান চলাচলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলেও জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

অন্তর্বর্তী সরকার পারেনি, এখন বিএনপিও 'নীরব'

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রাষ্ট্রের অন্যান্য খাতের মতো জনপ্রশাসনেও বড় ধরনের সংস্কারের প্রত্যাশা তৈরি হয়। সেই প্রত্যাশা থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে। কমিশন চার মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিয়ে দুই শতাধিক সুপারিশও করে। তবে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার ব্যর্থ হয়েছে। অন্যদিকে, ক্ষমতায় আসার ছয় মাসেও বর্তমান বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে জনপ্রশাসন সংস্কারে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নে বড় কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। জনপ্রশাসন সংস্কারের প্রত্যাশা ছিল মূলত রাষ্ট্রের পুরোনো কাঠামো বদলে প্রশাসনকে জনবান্ধব, জবাবদিহিমূলক ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা। কিন্তু সংস্কারের রূপরেখা তৈরি হওয়ার পরও বাস্তবে প্রশাসনের কাঠামো ও সেবা প্রদানের পদ্ধতিতে বড় কোনো পরিবর্তন আসেনি। ফলে সাধারণ মানুষ, কমিশনের সদস্য, সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও হতাশা তৈরি হয়েছে। কী কারণে সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়ন হয় না- তার কিছু সম্ভাব্য কারণও জানিয়েছেন তারা। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারীর বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৪ সালের ৩ অক্টোবর সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন করে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। চার মাসের মধ্যে কমিশন প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা কমানো, সমপ্রকৃতির মন্ত্রণালয়গুলোকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা, নতুন দুটি বিভাগ গঠন, দেশকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করা, রাজধানীর জন্য পৃথক সরকারব্যবস্থা, ডিসি ও ইউএনওর পদবি পরিবর্তন, সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন, বাধ্যতামূলক অবসর ও ওএসডি প্রথা বাতিল, মন্ত্রিসভা কমিটির মাধ্যমে সচিব নিয়োগ, উপসচিব পদে পদোন্নতিতে কোটা পুনর্বিন্যাস এবং ন্যায়পাল নিয়োগসহ দুই শতাধিক সুপারিশ করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদনটি ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত ছিল। বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সুপারিশগুলোকে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে ভাগ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ বাস্তবায়নের সময়সীমা ছিল ছয় মাস এবং মধ্যমেয়াদি সুপারিশের জন্য এক বছর। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের নিজস্ব জরিপেও প্রশাসনের চিত্রের একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়েছিল। জরিপে ৮৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ জনপ্রশাসনে সংস্কারের পক্ষে তাদের মত দিয়েছিলেন। ৮০ শতাংশ মানুষ মনে করেন জনপ্রশাসন ব্যবস্থা জনবান্ধব নয়। কিন্তু এরপরও সুপারিশ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ দেখা

যায়নি। সেটা কমিশন গঠন করা অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও নয়, এমনকি বর্তমান বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ছয় মাসেও নয়। সংস্কার কমিশনের প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীর বক্তব্যেও জনপ্রশাসনের পুরোনো সমস্যাগুলোই সামনে এসেছে। বিশেষ করে প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, 'আমাদের এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেলের পরীক্ষা নিয়ে নানান ধরনের তদবির হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময় আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে চায়। অন্য অনেক দেশে এ বিষয়গুলো এতটা প্রকট নয়।'

তার মতে, প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে শুধু কর্মকর্তা পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তিনি ইংল্যান্ড ও ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদাহরণ টানেন। সংস্কারের উদ্যোগ সরকারের পাশাপাশি প্রশাসনের ভেতর থেকেও আসা প্রয়োজন। আমরা যারা আমলা আছি, তাদেরই সরকারের কাছে প্রয়োজনীয়তাটা তুলে ধরতে হবে। এটির প্রাথমিক দায়িত্ব আমলাদেরই।—মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকেও জনপ্রশাসন সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখছেন তিনি। চারটি প্রদেশ গঠনের পক্ষে মত দিয়ে আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, 'আমাদের দেশে চারটি প্রদেশ করা উচিত। আগের চারটি বিভাগের ভিত্তিতে চারটি প্রদেশ করা যেতে পারে।' তিনি বলেন, 'এভিয়েশন, আন্তঃজেলা ও আন্তঃপ্রাদেশিক সড়ক, রেলওয়েসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কেন্দ্রের অধীনে থাকবে। আর দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ, জেলা প্রশাসনসহ অন্য বিষয়গুলো বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিত।' এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'বিকেন্দ্রীকরণ না হলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ক্ষমতার যে কেন্দ্রীভবন রয়েছে, সেটি থেকেই যাবে।' জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সদস্য ও সাবেক সচিব মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিল, আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যতটুকু আন্তরিকতা ছিল, তা দিয়ে পরিশ্রম করে কাজটা করে দিয়েছি। এখন বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের।'

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

পুকুরে ভাসছিল যুবকের মরদেহ, ঘাটে লুঙ্গি-সাবান

চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানার পাঠানটুলী এলাকায় চট্টেশ্বরী গায়েবি মসজিদসংলগ্ন পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে পুকুরে মরদেহটি ভাসতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। পরে ডবলমুরিং থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। ডবলমুরিং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আক্তারুজ্জামান সোহাগ জানান, পুকুরের পাড়ে ওই যুবকের লুঙ্গি ও সাবান পাওয়া গেছে। এতে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি গোসল করতে পুকুরে নেমেছিলেন। তিনি জানান, কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। প্রাথমিকভাবে পানিতে তলিয়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট সমাধানে ভালো পরিকল্পনা দিলে গ্রহণ করা হবে

দেশের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট সমাধানে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল সরকারের চেয়ে ভালো পরিকল্পনা দিলে সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এবং বাস্তবায়নও করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তবে কেবল জনগণকে বিভ্রান্ত করতে অপপ্রচার চালানো হলে তাদের জনগণের কাছেই ক্ষমা চাইতে হবে বলে জানান সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করা একজন রাজনীতিবিদের কাজ বা দায়িত্ব নয়। বরং জনগণকে ধৈর্য শেখানো এবং সঠিক পথ দেখানোই একজন রাজনীতিবিদের দায়িত্ব। শনিবার (১৫ আগস্ট) সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে রাজধানীর মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠে দুস্থ, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন দেখতে চায়। তারা প্রিয় মাতৃভূমিকে পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে দেখতে চায়। তিনি বলেন, সামনে এগিয়ে যেতে এবং মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে দেশের ২০ কোটি মানুষের ৪০ কোটি হাতকে কর্মীর হাতে রূপান্তর করতে হবে, শ্রমিকের হাতে রূপান্তর করতে হবে। দেশে বিশৃঙ্খলার রাজনীতির দিন শেষ হয়েছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিথ্যাচার ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতি স্বৈরাচার সরকার করে গেছে। কিন্তু বর্তমান রাজনীতিবিদেরা জনগণের কাছে উন্নয়নের প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাই হঠকারিতা ও বিভ্রান্তির রাজনীতি বাদ দিয়ে জনমানুষের কল্যাণে পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে। তিনি বলেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাঙচুর করার রাজনীতির দিন এখন নেই।

জনগণও আর সেই রাজনীতি সমর্থন করে না। ঢাকা-১৭ আসনের প্রসঙ্গ তুলে তারেক রহমান বলেন, ঢাকা-১৭ আসনে তাদের প্রতিনিধিরা জনগণের সেবায় কাজ করছেন। পাশের লেকটি পরিষ্কার করতে ছয় মাস সময় লাগে। এসব সহজ কাজ নয়; কিন্তু সমালোচনা করা সহজ। তাই যারা সমালোচনায় ব্যস্ত আছেন, তাদের এখনই মাঠে নামতে হবে। মানুষ ও দেশের জন্য কাজ করতে হবে, সঠিক কথা বলতে হবে এবং দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এমন কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বলেন, স্বৈরাচারের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিএনপির নেতাকর্মীরা রাজপথে টিকে আছেন। যারা আজ বড় গলায় কথা বলছেন এবং মিথ্যাচার করছেন, গত ১৭ বছর মানুষ তাদের রাজপথে দেখতে পায়নি। দেশের বড় পত্রিকাগুলোর পাতায় চোখ বুলালেই দেখা যাবে, কীভাবে বিএনপির নেতাকর্মীদের নির্যাতন, গুম, হত্যা করা হয়েছে

এবং পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। তারেক রহমান বলেন, একটি রাজনৈতিক দলের নেতারা ১৯৭১ সালে ভুল করেছেন, ১৯৮৬ সালে ভুল করেছেন, ১৯৯৬ সালে ভুল করেছেন, আবার ২০২৬ সালেও মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাদের এসব উসকানির রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, মানুষের উপকারের পরিকল্পনা থাকলে তা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে। জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সরকার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-২ এবং ঢাকা-১৭ আসনের প্রতিনিধি আবদুর রহমান সানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রগকাটা জামায়াত-শিবির স্বরূপে ফিরেছে!

কুষ্টিয়ায় গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াত-শিবিরের 'সন্ত্রাসীরা' রামদা, হকিস্টিক, ছুরি, চাপাতি নিয়ে হামলা করেছে বলে অভিযোগ করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। শনিবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় নিজের ফেসবুক পেজে প্রতিমন্ত্রী এই অভিযোগ করেন। রগকাটা জামায়াত-শিবির তার স্বরূপে ফিরেছে!' শিরোনাম দিয়ে নুরুল হক নুর লিখেছেন, 'কুষ্টিয়া (কুষ্টিয়ায়) গণঅধিকার পরিষদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশে নেতাকর্মীদের ওপর জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা রামদা, হকিস্টিক, ছুরি, চাপাতি নিয়ে উপর্যুপরি হামলা করেছে।' হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন কুষ্টিয়া জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালেক, ছাত্র অধিকার পরিষদ কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সভাপতি সোহান আহমেদসহ অর্ধশত নেতাকর্মী।' প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেন, 'জামাত-শিবিরের এই সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। একই সঙ্গে জামাত-শিবিরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গত দেড় দশক যেভাবে গুপ্ত ছিলেন বাড়াবাড়ি করলে আজীবন গুপ্ত থাকার ব্যবস্থা করা হবে।' পোস্টে তিনি তার দলের এক নেতার ও একজনের পায়ের রক্তাক্ত ছবি যুক্ত করে দিয়েছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় খালেদা জিয়ার দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রাম স্মরণ

দেশে চলমান লোডশেডিংয়ের জন্য দেশবাসীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সব ঠিক থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে গ্যাস সংকট কেটে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তখন বিদ্যুৎ পরিস্থিতিরও উন্নতি হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া-মোনাজাত এবং দুস্থ, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানীর মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট নিয়ে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে' সমালোচনাকারীদের একহাত নেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'পেছনে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছে, হাতে হারিকেন নিয়ে বসে বলছে—গ্যাস দে, বিদ্যুৎ দে; এগুলো হঠকারিতা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাদের বন্ধুরাই ক্ষমতায় ছিল। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এলএনজি টার্মিনাল বসানো বন্ধ করে দিয়েছে। সরকার দেশে তৃতীয় এলএনজি টার্মিনাল বানানোর চেষ্টা করছে। এ জন্য সময় লাগবে। সংকট সমাধানে সরকার চীন ও মালয়েশিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে। বিরোধীদলের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে গ্যাস-বিদ্যুতের সমাধান দিতে পারলে বিরোধী দলের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবে। যদি তা না পারে, তাহলে বিভ্রান্তির রাজনীতির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তাদের। তিনি বলেন, 'বিভ্রান্তি, হঠকারী রাজনীতি বাদ দেন। জনগণের উপকার হবে সেই রকম পরিকল্পনা থাকলে উপস্থাপন করুন। রাস্তায় বসে ভাঙচুরের রাজনীতির দিন শেষ।' সমালোচনা করা খুবই সহজ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মুরদ থাকলে কোদাল হাতে মাঠে নামুন, জনগণের জন্য কাজ করুন। এমন কথা বলবেন না, যাতে দেশে বিশৃঙ্খলা হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'যারা আজ বড় বড় কথা বলছে, ১৭ বছর জনগণ আপনাদের রাজপথে দেখেনি। পত্রিকা বের করুন, আমাদের দলের নেতাকর্মীরা কীভাবে ১৭ বছর নির্যাতন সহ্য করেছে দেখুন।' বিরোধীদলের আরও সমালোচনা করে তারেক রহমান বলেন, '৭১, '৮৬, '৯৬-এ ভুল করেছেন। '২৪-এ টিকিট বিক্রি করে ভুল করেছেন। এখন উসকানি, বিভ্রান্তির রাজনীতি পরিহার করুন।' মানুষ তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন দেখতে চায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এগিয়ে যেতে হলে ২০ কোটি মানুষের ৪০ কোটি হাতকে শ্রমিকের হাতে রূপ দিতে হবে। তিনি বলেন, 'আমি কী পেলাম সেটা বড় নয়, বরং জনগণের জন্য কী করতে পারলাম, সেটাই বড়।' অনুষ্ঠানে দুস্থ, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মধ্যে চেক বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী/ছবি: প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং দেশ গঠনে জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তা অনুসরণ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নিজের সরকারের প্রসঙ্গে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, একটি শিশু হাঁটতেও এক বছর সময় লাগে। বর্তমান সরকারের বয়স মাত্র ছয় মাস। ক্ষমতায় এসে সরকার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিবাদী সরকার মেগাপ্রকল্পের মাধ্যমে মেগা দুর্নীতি করেছে। দেশকে ফোকলা করে গেছে। বিদ্যুৎ খাতে তিন লাখ কোটি টাকা দেনা করে গেছে। বিদ্যুতে কষ্ট পাচ্ছে মানুষ, গ্যাসের কষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন, দেশের নিজস্ব গ্যাস ছিল, কিন্তু তারা নতুন কূপ খনন করেনি। বরং বিদেশিদের হাতে এই খাত তুলে দিয়েছে। একটি দেশের জন্য স্বাস্থ্য খাতকে ধ্বংস করা হয়েছিল। একাত্তরে স্বাধীন

হলেও দেশে গণতন্ত্র হোঁচট খায় উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, গণতন্ত্র থাকলে জবাবদিহিতা থাকবে। যেসব কাজ করলে দেশ ও মানুষের উপকার হবে, সরকার তাই করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজীবন গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংগ্রাম করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) এনামুল হক। খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার (১৫ আগস্ট) পটিয়া উপজেলা মডেল মসজিদে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পটিয়া উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি যৌথভাবে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে। এনামুল হক বলেন, বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার রাজনৈতিক জীবন এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার আদর্শ ও গণতান্ত্রিক চেতনাকে ধারণ করে দেশ ও মানুষের কল্যাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। পটিয়া পৌরসভা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম সওদাগরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব খোরশেদ আলম।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পটিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য বদরুল খায়ের চৌধুরী, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মোজাম্মেল হক, পৌরসভা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব গাজী আবু তাহের, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মফজল আহমদ চৌধুরী, পৌরসভা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল ফয়েজ, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সৈয়দ মনির আহমেদ সেলিম, মো. মঈনুল আলম ছোটন, পৌরসভা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মাবুদ, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শাহজাহান চৌধুরী, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মীর জাকের আহমেদ, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব নাছির উদ্দীন, বিএনপি নেতা জাহেদুল হক, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব অহিদুল আলম চৌধুরী পিবলু, পৌরসভা যুবদলের আহ্বায়ক আবছার উদ্দীন সোহেল, সদস্য সচিব হাবিবুর রহমান রিপন, পৌরসভা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য সচিব আবদুল কাদের, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুল আলম পারভেজ, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, পৌরসভা কৃষক দলের আহ্বায়ক বুলবুল আহমেদ নান্নু, সদস্য সচিব আলমগীর আলম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম হোসেন নয়ন, শাহাদাত হোসেন, রেজাউল করিম মিজান প্রমুখ।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

ডেঙ্গুতে আরও ২ প্রাণহানি, হাসপাতালে নতুন ভর্তি ৭৩০

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও দুজন মারা গেছেন। এ নিয়ে চলতি বছরে মোট ৬৭ জনের মৃত্যু হলো। এছাড়া নতুন ৭৩০ জন রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর ফলে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৬৪৮ জন। শনিবার (১৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তা অনুযায়ী, মারা যাওয়া দুজনের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের মধ্যে পুরুষের বয়স ৫১ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে এবং নারী ৩৬ থেকে ৪০ বছর বয়সী। মোট মৃতদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ৬৭ জনের মধ্যে নারী ৪২ জন বা ৬২ দশমিক ৭ শতাংশ এবং পুরুষ ২৫ জন বা ৩৭ দশমিক ৩ শতাংশ। ঢাকা বিভাগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে ২১, উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে আট ও সিটি করপোরেশনের বাইরে একজন প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সঙ্গে খুলনায় ১৩, বরিশালে আট, ময়মনসিংহে ছয়, চট্টগ্রামে পাঁচ, রাজশাহীতে তিন এবং রংপুর ও সিলেটে একজন করে মারা গেছেন। এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২৩ হাজার ১৭৩ জন। তাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন ২১ হাজার ৪৫৮ জন।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ৬১২ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে। এছাড়া খুলনায় ৩৭১, বরিশালে ২৬৩, চট্টগ্রামে ১২৬, ময়মনসিংহে ১৩১, রাজশাহীতে ১১৭, রংপুরে ১৯ ও সিলেট বিভাগে নয়জন চিকিৎসাধীন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হলেন রিজভী-আমানসহ ৪ নেতা

চার নেতাকে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছে বিএনপি। দলের সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মনোনীত করা হয়। শনিবার (১৫ আগস্ট) বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক মুনির হোসেনের সই করা এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। মনোনীত নেতারা হলেন রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, মো. আমান উল্লাহ আমান, ফরহাদ হালিম এবং মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। বিএনপির পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এই চার নেতা তাদের মেধা ও বিচক্ষণতার দ্বারা সুচিন্তিত পরামর্শের মাধ্যমে দলের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী ফোরামে দল ও জনগণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে অন্তত ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হতো না

বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হতো না বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন। ড. আসিফ নজরুল পোস্টে লিখেছেন, 'বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানোর বহু কারণ আছে। আমি আগেও বলতাম, এখনো বিশ্বাস করি, ওনার জন্ম না হলে অন্তত ১৯৭১ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হতো না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আন্দোলনে ওনার অবদান অনস্বীকার্য ও অতুলনীয়। তিনি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি।' তিনি বলেন, 'এই দীর্ঘ সময়ে গণতন্ত্র, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং রাজনৈতিক ভিন্নমতের প্রতি ওনার সুস্পষ্ট কমিটমেন্ট ছিল। এর প্রতিফলন এমনকি ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের বিতর্কের দলিলেও পাওয়া যায়। তবে উনি দেশ পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন না। ১৯৭১-পরবর্তী বাংলাদেশ পরিচালনা করাও নানা কারণে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। কিন্তু এর কোনোটিই ১৯৭২ সাল থেকে তার ক্রমে ক্রমে আরও অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হওয়াকে জাস্টিফাই করে না। তার শাসনামলের দুর্ভিক্ষ, নির্বিচার হত্যা এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার বাস্তবতাকেও কোনো কিছু দিয়ে আড়াল করা যায় না।' সাবেক আইন উপদেষ্টা বলেন, 'ওনার কয়েক বছরের দুঃশাসনের স্মৃতি মনে রেখেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার জীবনব্যাপী অবদানের জন্য বহু মানুষ তাকে ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। আমি তাদের একজন।' অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, 'আমার মতো মানুষের জন্য এই ভালোবাসার প্রকাশকে কঠিন করে তোলে শেখ হাসিনার শাসনকাল। তার শাসন ছিল আইডেনটিটি-বেসড ফ্যাসিজমের একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। নিজের নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট শাসনকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি তার বাবাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন। এটাই বঙ্গবন্ধুকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রতিপক্ষ করে তুলেছিল। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে শেখ হাসিনার আমলে, অনেকটা তারই হাতে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

চিকিৎসকদের ওপর বিশ্বাস না থাকলে রোগীদের বিদেশমুখিতা বন্ধ হবে না

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, মানবিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি রোগী ও তার স্বজনেরা চিকিৎসকদের ওপর বিশ্বাস ও মর্যাদার সম্পর্ক অনুভব না করেন, তাহলে হাসপাতালের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যতই করা হোক, চিকিৎসার জন্য (রোগীদের) বিদেশমুখিতা বন্ধ করা যাবে না। শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটালের ভবন-২ উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, নতুন ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশের আধুনিক ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোনো সম্ভব হয়েছে। ২০০৬ সালের ২৩ অক্টোবর সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত খালেদা জিয়া এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সময়ের প্রয়োজনে আরও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে হাসপাতালটি আজ আকার ও আয়তনে বড় রূপ ধারণ করেছে। তিনি হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্স, হেলথ টেকনিশিয়ানসহ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

খালেদা জিয়া বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেনঃ মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া জড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (১৫ আগস্ট) খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। মির্জা ফখরুল বলেন, 'এই দিনে দেশনেত্রী জন্ম নিয়েছিলেন, যিনি বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে বারবার নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিএনপি যে একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছে, তার মূল কারিগর খালেদা জিয়া। দীর্ঘদিন সংগ্রাম ও লড়াই করে তিনি নিজের প্রশ্নে আপস করেননি এবং দলকে ধারণ করেছেন। তার কাজ, তার প্রেরণা আমাদের সবসময় অনুপ্রেরণা জোগায়,' যোগ করেন বিএনপির সাবেক মহাসচিব। খালেদা জিয়ার জন্মদিনে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'এই দিনে শপথ নেব, বিএনপি সত্যিকার অর্থেই এমন একটি গণতান্ত্রিক দলে পরিণত হবে, যে দল সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকে যখন বিএনপি সরকার গঠন করেছে, প্রতিটি মানুষের আশা খালেদা জিয়ার নীতি-ভিশন ২০৩০, পরবর্তীকালে তারই দলের ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সামনের দিনগুলোতে কাজ করে যাবে। দলকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখবে।' দোয়া মাহফিলে প্রয়াত খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী ও সমর্থক এতে অংশ নেন। দোয়া মাহফিলে প্রয়াত খালেদা জিয়ার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী ও সমর্থক এতে অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

অস্ত্রোপচার হয় না মেহেরপুরের কোনো সরকারি হাসপাতালে

দুই মাস ধরে মেহেরপুরের সরকারি হাসপাতালগুলোতে অস্ত্রোপচার সেবা বন্ধ রয়েছে। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট (অজ্ঞানকারী চিকিৎসক) না থাকায় জেলাজুড়ে তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে একাধিক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার

(ওটি)। এতে চিকিৎসা নিতে এসে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ রোগীরা। বাধ্য হয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে যেতে হচ্ছে তাদের। সেখানে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত খরচ। মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এবং মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের (৫০ শয্যা) চিত্র এটি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ জুন অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট মেহেদি হাসান বদলি হয়ে পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে চলে যান। একই দিন এ এম রকিবুর রহমান নামের এক চিকিৎসককে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট হিসেবে পদায়ন করা হয়। তবে তিনি হাসপাতালে যোগদান না করে ঢাকায় অবস্থান করছেন। জানতে চাইলে এ এম রকিবুর রহমান জানান, তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পদায়ন করার পর স্বাস্থ্য বিভাগ সেটি বাতিল করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে অ্যানেস্থেসিওলজিস্টের পদটি পুরোপুরি শূন্য হয়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, হাসপাতালটিতে ছয় মাস ধরে অর্থোপেডিকস, মেডিসিন, কার্ডিওলজি এবং চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পদও শূন্য রয়েছে। অনুমোদিত ৪২টি পদের মধ্যে ২২টি পদই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। জেনারেল হাসপাতালের অস্ত্রোপচার বিভাগ জানায়, স্বাভাবিক সময়ে এখানে প্রতি মাসে গড়ে ৩০ থেকে ৩৫ জন গাইনি, ৪০ থেকে ৪৫ জন সার্জারি এবং ৩৫ জনের মতো অর্থোপেডিক রোগীর অস্ত্রোপচার করা হতো। দীর্ঘদিন অস্ত্রোপচার বন্ধ থাকায় বিশেষ করে প্রসূতি ও জটিল গাইনি রোগীদের চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে। এতে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

গ্যাস সরবরাহ শুরু, চারদিন পর কর্মব্যস্ত হবিগঞ্জ শিল্পাঞ্চল

চার দিনের মাথায় হবিগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে অবশেষে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। এরপর থেকেই ফের কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে শিল্পাঞ্চল। এতে ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে দল বেঁধে শ্রমিকরা ফিরতে থাকেন কর্মস্থলে। কারখানা চালু করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কর্মকর্তারাও। এদিকে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে বলে জানিয়েছে জালালাবাদ গ্যাস কর্তৃপক্ষ। জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেডের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. রুহুল করিম চৌধুরীর বলেন, গত রাত (শুক্রবার দিবাগত রাত) থেকেই গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। তবে আজ (শনিবার) সকাল থেকে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক করা সম্ভব হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, আর যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না হয় তাহলে আশা করছি আজ (শনিবার) থেকেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এসএম স্পিনিং এর মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল বাশার বলেন, গত রাত (শুক্রবার দিবাগত রাত) আড়াইটা থেকে ৩টার মধ্যে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। আর আজ (শনিবার) সকাল ৬টায় স্বাভাবিক হয়। সকাল থেকেই আমরা কারখানা চালু করতে পেরেছি। জালালাবাদ গ্যাসও আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে গ্যাস সরবরাহ ভালো হয়েছে। তিনি বলেন, মিল যদি বন্ধ থাকে আমাদের পেরেশানি, দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। গ্যাস সরবরাহ যেন স্বাভাবিক থাকে এটিই কামনা করি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

৬ মাসে ৭ কোটি মানুষকে মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে

আগামী ৫ থেকে ৬ মাসের মধ্য দেশের ৭ কোটি মানুষকে মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক উপদেষ্টা রেহান আসিফ আসাদ। তিনি বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ এখনো টু-জি ফোন (বাটন ফোন) ব্যবহার করে। ১৪ কোটি ফোন ব্যবহারকারীর এই ৫০ শতাংশ মানুষকে আমরা রাতারাতি স্মার্টফোনে নিয়ে আসতে পারবো না। আগামী ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে ৭ কোটি মানুষকে ডাটা নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসবো। কম দামের স্মার্টফোন তৈরি ও সহজ কিস্তি সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে বিপুলসংখ্যক এই মানুষকে ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব বলেও জানান তিনি। শনিবার (১৫ আগস্ট) ‘স্পেকট্রাম ফর এ কানেক্টেড বাংলাদেশ: এনাবলিং ইন্টারনেট ফর অল’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। টেলিকম অ্যান্ড টেকনোলজি রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (টিআরএনবি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ের হলিডে ইন হোটেলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রেহান আসাদ আসিফ বলেন, দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ মোবাইল ফোন এখনো টু-জি। সর্বশেষ হিসাবে দেশে প্রায় ১৪ কোটি মোবাইল ফোন থাকলে এর অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৭ কোটি ফোন ব্যবহারকারীকে রাতারাতি স্মার্টফোনে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবে সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এ পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি বলেন, বাজেটের দুই সপ্তাহ আগে আমরা এই সমস্যা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। শিল্পের সবাই, নির্মাতারা মিলে আলোচনা করে একটি সমাধান বের করেছেন। তারা এসে দেখিয়েছেন- এ ধরনের ফোন তৈরি করা সম্ভব। কম দামের স্মার্টফোন তৈরি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শুরুতে ৩ হাজার টাকার মধ্যে ফোন তৈরি সম্ভব কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু নির্মাতারা ৭ দিনের মধ্যে বিল অব ম্যাটেরিয়াল তৈরি করে দেখান, ৩ হাজার টাকায় এটি তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে ৫ থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে তৈরি করা সম্ভব।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

পাম্পেই পার কয়েক ঘণ্টা, গ্যাস সংকটে আয় কমেছে সিএনজি অটোরিকশাচালকদের

দেশে আবারও তীব্র হয়েছে গ্যাসের সংকট। গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও গাড়ির চালকরা। অনেক চালক গ্যাস নেওয়ার জন্য এক পাম্প থকে আরেক পাম্পে ঘুরছেন। কোথাও

গ্যাস পাওয়া গেলেও দীর্ঘ সিরিয়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এতে সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি কমে গেছে দৈনিক আয়। শনিবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে দেখা গেছে দীর্ঘ লাইন। গ্যাসের চাপ কম থাকায় অনেক পাম্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফলে ভোর বা সকালে গাড়ি নিয়ে বের হলেও গ্যাস নিতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে চালকদের। কেউ কেউ কয়েকটি পাম্প ঘুরেও গ্যাস না পেয়ে খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন। চালকদের অভিযোগ, আগে যেখানে অল্প সময়ের মধ্যে গাড়িতে গ্যাস নেওয়া যেত, এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। গ্যাসের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে যাত্রী পরিবহনের সময় কমে যাচ্ছে। ফলে কমেছে ট্রিপ সংখ্যা। এতে জ্বালানি খরচ, গাড়ির মালিকের জমা ও অন্যান্য ব্যয় মেটানোর পর খুব বেশি টাকা আর হাতে থাকছে না। শাহবাগে কথা হয় সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক সুমনের সঙ্গে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, গ্যাসের জন্য এক পাম্পে গিয়ে দেখি চাপ নেই। পরে আরেক পাম্পে গেলে সেখানেও দীর্ঘ লাইন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও গ্যাস নিতে পারছি না। সারাদিন গাড়ি চালিয়েও আগের মতো আয় হচ্ছে না। আরেক চালক মনির বলেন, সকালে গাড়ি নিয়ে বের হওয়ার পর যদি দুই-তিন ঘণ্টা গ্যাসের লাইনে থাকতে হয়, তাহলে যাত্রী পরিবহনের সময় থকে না। গ্যাসের সংকটের কারণে আমাদের দৈনিক আয় অনেক কমে গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমে গেলে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে সরবরাহে তার প্রভাব পড়ে। গ্যাসের চাপ কমে গেলে নির্ধারিত পরিমাণ গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। এতে একদিকে সিএনজি স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ লাইন তৈরি হয়, অন্যদিকে পরিবহন খাতেও এর প্রভাব পড়ে। তবে আশার কথা হলো, জাতীয় গ্রিডে আবারও গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে সামিট এলএনজি টার্মিনাল। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট থেকে টার্মিনালটি থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

চাহিদার অর্ধেকের চেয়েও কম গ্যাস সরবরাহ চট্টগ্রামে

বঙ্গোপসাগরের মহেশখালীতে স্থাপিত সামিট ও এক্সিলারেট এনার্জির দুই ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) থেকে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে। পাইপলাইনে ধীরে ধীরে চাপ বাড়ছে। এতে সরবরাহ স্বাভাবিকের দিকে যাচ্ছে। তবে জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সরবরাহ বাড়লেও চাহিদানুযায়ী গ্যাস পাচ্ছেন না চট্টগ্রামের গ্রাহকরা। এখানে যা সরবরাহ করা হচ্ছে তা চাহিদার অর্ধেকেরও কম। স্বাভাবিক সময়ে দুই টার্মিনাল নিয়মিত ৯৫০ থেকে এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (আরপিজিসিএল)। সর্বশেষ শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেল ৩টায় দুই টার্মিনাল থেকে ৮৬০ মিলিয়ন ঘনফুট জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের কথা জানিয়েছে আমদানিকৃত এলএনজিকে প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে পাইপলাইনের সরবরাহের দায়িত্বে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সরবরাহ বাড়লেও চট্টগ্রামকে উপেক্ষিত করা হচ্ছে। চাহিদার অর্ধেকও পাচ্ছে না চট্টগ্রামের গ্রাহকরা। শনিবার সকালে মহেশখালীর দুই টার্মিনাল থেকে যখন ৭৬০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছিল, তখন চট্টগ্রামে গ্যাস বিপণনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে (কেজিডিসিএল) দেওয়া হয় ১০০ মিলিয়ন ঘনফুটের কাছাকাছি। তবে বিকেল ৩টায় মহেশখালীর দুই টার্মিনাল থেকে যখন ৮৬০ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ হচ্ছিল, তখন চট্টগ্রামে দেওয়া হচ্ছিল ১৩০ থেকে ১৩৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের চাহিদা চার হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের কাছাকাছি। স্বাভাবিক সময়ে দেশি উৎস ও আমদানির মাধ্যমে পেট্রোবাংলা সরবরাহ দেয় তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুটের মতো। সরকারি প্রতিষ্ঠান পেট্রোবাংলা নিয়ন্ত্রণাধীন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২ হাজার ৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করার সক্ষমতা রয়েছে। পাশাপাশি এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানি করে ১১০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করতে পারে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

রোববার ইমাম-মুয়াজ্জিন-সেবায়েতদের সম্মানী বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী

রোববার (১৬ আগস্ট) কিশোরগঞ্জে মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনসহ অন্যান্য উপাসনালয়ের সেবকদের চলতি অর্থবছরের সম্মানী বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিকেল ৪টায় কিশোরগঞ্জ সদরের পুরোনো স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রমের পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করবেন তিনি। শনিবার (১৫ আগস্ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্মমন্ত্রী কাজী শাহ মোফাজ্জাল হোসাইন (কায়কোবাদ), প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমিন প্রমুখসহ স্থানীয় সংসদ সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রী রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় জাতীয় মৎস্য পক্ষ উপলক্ষ্যে কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মির্জাপুর চেয়ারম্যান বাড়ি ঘাট এলাকায় পুরোনো ব্রহ্মপুত্র নদে মাছের পোনা অবমুক্ত ও বিতরণ এবং সুধীজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। দুপুর সাড়ে ১২টায় কটিয়াদি কার্প হ্যাচারি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করবেন এবং এ উপজেলার আচমিতা জর্জ ইন্সটিটিউশন মাঠে জাতীয় মৎস্য পক্ষের উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

১৮ বছরের জঞ্জাল ৫ মাসে পরিষ্কার সম্ভব নয়: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

১৮ বছরের জঞ্জাল পাঁচ মাসে তো নয়ই, ১৮ মাসেও পুরোপুরি পরিষ্কার করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা সংকট সমাধানে সরকারকে সময় দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন করে স্বীকৃতি দেওয়া এবং প্রকৃত জুলাই যোদ্ধাদের গেজেটভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে। শনিবার (১৫ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে বেগম খালেদা জিয়া স্মৃতি ফাউন্ডেশন আয়োজিত বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম বলেন, এই দেশটাকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। গণতন্ত্র, অর্থনীতি ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে বারবার ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, ১৮ বছরের জঞ্জাল পাঁচ মাসে পরিষ্কার করা সম্ভব নয়। এমনকি ১৮ মাসেও তা পরিষ্কার করা সম্ভব হবে না। এত দীর্ঘ সময়ের সমস্যা সমাধানে আরও সময় প্রয়োজন। সরকার এক মুহূর্তের জন্যও বসে নেই। দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজ চলছে। বিরোধী দলের সমালোচনার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সরকার দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে বিরোধী দল সরকারকে ব্যর্থ বলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ১৮ বছরের জঞ্জাল কি পাঁচ মাসে শেষ করা সম্ভব? এটা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতির বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলেন, গত ১৮ বছরের ফ্যাসিবাদী সময়ে রাজনৈতিক কারণে অনেক প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে অসংখ্য আবেদন পেয়েছেন। যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের আবারও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ধানমন্ডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে যুবক আটক

রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসা অর্ণব দাস নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ আগস্ট) ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। ইমদাদুল ইসলাম বলেন, 'আটক ব্যক্তির নাম অর্ণব দাস। তার বাড়ি টাঙ্গাইলে। তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ যুবলীগের সক্রিয় কর্মী বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।' ইমদাদুল ইসলাম আরও বলেন, ১৫ আগস্ট ঘিরে শুক্রবার দিবাগত রাত থেকেই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এলাকায় তারা নিরাপত্তা জোরদার করেছে। যেকোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা প্রস্তুত রয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

গণরায় ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে: শাহজাহান চৌধুরী

গণরায় ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারকে বাধ্য করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী। তিনি বলেন, গণভোটের রায় এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া এ জাতির মুক্তি কখনো আসবে না। তিনি অবিলম্বে জনগণের রায় বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৫টায় স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। থানা আমির আবদুল হান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে সম্মেলনে সঞ্চালনা করেন থানা সেক্রেটারি রেজাউল করিম ও সহকারী সেক্রেটারি কাজী শাহীন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিচালক মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, আগামী নির্বাচনে বিজয়ের জন্য দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বলেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। সরকার পরিচালনায় আমাদের যেমন দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তেমনি নিজেদের আমল-আখলাকও সুন্দর করতে হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে সম্পর্ক: আলাল

ভারতের সঙ্গে সমমর্যাদা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সম্পর্ক হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শনিবার (১৫ আগস্ট) জাতীয় প্রেস ক্লাবে বেগম খালেদা জিয়া স্মৃতি ফাউন্ডেশন আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয়। ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যেমন থাকবে, তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থ ও অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিন্ন নদীর পানির সমস্যা, সীমান্তে মানুষ হত্যা এবং অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় বিষয়গুলোর সম্মানজনক সমাধান প্রয়োজন। এসব বিষয় সমাধানের মধ্যদিয়েই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

খালেদা জিয়ার সংগ্রামের ফসল হিসেবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে

বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল হিসেবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। শনিবার (১৫ আগস্ট) খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এ মন্তব্য করেন। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল হিসেবে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়েছে। এখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন, তারা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সুপরামর্শ দেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। বিএনপির এ নেতা বলেন, 'খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে অর্জিত সম্পদের ভাগ আমরা অনেকে পেলেও লড়াইয়ের মাঠে তিনি সবাইকে পাননি। তাতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হননি। তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছেন, সবার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। পাশাপাশি সবাইকে যথাযথ মর্যাদায় আসীন করেছেন।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

'আপসহীন নেত্রী' খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন আজ

বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন ও দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন আজ শনিবার (১৫ আগস্ট)। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ক্ষমতার শীর্ষ থেকে রাজপথ, আন্দোলন থেকে কারাগার-বহু বাঁক পেরিয়েছিলেন তিনি। প্রতিকূলতার মুখেও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে না যাওয়ার কারণে বিএনপির নেতাকর্মীদের কাছে তিনি 'আপসহীন নেত্রী' হিসেবে পরিচিত। খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন কেবল একটি দলের নেতৃত্ব দেওয়ার ইতিহাস নয়, এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির নানা উত্থান-পতনেরও অংশ। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন, সরকার পরিচালনা, বিরোধী দলের আন্দোলন এবং রাজনৈতিক প্রতিকূলতা-প্রায় প্রতিটি অধ্যায়েই তার উপস্থিতি ছিল দৃশ্যমান। রাজপথে যার রাজনৈতিক উত্থান স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে খালেদা জিয়া রাজপথের অন্যতম প্রধান নেত্রী হিসেবে সামনে আসেন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তার নেতৃত্ব বিএনপিকে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অবস্থানে নিয়ে যায়। ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের পর দেশে গণতন্ত্রের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়। দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন খালেদা জিয়া। সেই থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার অবস্থান আরও দৃঢ় হয়। ১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিনি আবারও সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তার রাজনৈতিক জীবনের এই সময়টিতে রাষ্ট্র পরিচালনার পাশাপাশি বিএনপির সাংগঠনিক ভিত্তিও আরও বিস্তৃত হয়। আপসহীনতার রাজনীতি খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দগুলোর একটি। দলের নেতাকর্মীদের ভাষ্য, রাজনৈতিক চাপ, আন্দোলন, মামলা কিংবা কারাবাস-কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি সহজে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরে যাননি। জীবনের শেষ রাজনৈতিক অধ্যায়েও তাকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। মামলা ও কারাবাসের কারণে দীর্ঘ সময় রাজনীতির সক্রিয় ময়দান থেকে দূরে থাকতে হলেও বিএনপির নেতৃত্বে তার অবস্থান প্রশ্নাতীত ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

দেশমাতার জন্মদিনে লাখো শিক্ষকের অশ্রু মুছতে যাচ্ছি: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, 'আজকের দিন আমাদের দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এ দিনে আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে লাখো শিক্ষকের অশ্রু মুছতে যাচ্ছি।' শনিবার (১৫ আগস্ট) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের সুবিধার টাকা বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা দিয়ে দেশের ৭০ হাজারের বেশি শিক্ষককে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আজকের দিনটি জাতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।' তিনি বলেন, 'আজ সারাদেশে ৭০ হাজার ১৯ জন শিক্ষককে অবসর ভাতা এবং ৫৩ হাজার শিক্ষককে কল্যাণ ভাতা দেওয়া হচ্ছে। তাই জাতির ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

গ্যাস সংকট সমাধানে বিরোধীদলের কাছে ৩ মাসের পরিকল্পনা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

দেশে গ্যাস নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যা সমাধানের সরকার চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে এই সংকট সমাধানে তিনি বিরোধীদলের কাছে তিন মাসের পরিকল্পনা চেয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীতে দরিদ্রদের মধ্যে অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। মহাখালী কড়াইল টিঅ্যান্ডটি মাঠে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কিছু রাজনৈতিক দল হঠকারিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। গ্যাসের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছে সরকার। কারিগরি ত্রুটি কমানো হয়েছে, দ্রুতই বিদ্যুতের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।' এ সময় বিরোধীদলের সমালোচনা করে এসব সমস্যা সমাধানে তিন মাসের মধ্যে পরিকল্পনা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেশে গণতন্ত্র

থাকলে জবাবদিহি থাকবে, তখনই দেশের উন্নয়ন হবে। আগামী এক মাসের মধ্যে স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ড্রেস দেওয়ার কাজ শুরু হবে। উপজেলার সব ৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় রূপান্তর করবে সরকার।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

পেছনে বসে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছে আর সামনে বলছে 'বিদ্যুৎ চাই-বিদ্যুৎ চাই: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দুইদিন আগে একটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা হারিকেন সামনে নিয়ে বসে প্রতিবাদ করছে- 'গ্যাস-বিদ্যুৎ দে' | কিন্তু তাদের পেছনে চলছে ফ্যান। বাতাস খাচ্ছে আর সামনে বলছে, 'বিদ্যুৎ চাই-বিদ্যুৎ চাই' | এই হচ্ছে তাদের হঠকারিতা। শনিবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে দুস্থদের সহায়তা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কিছু রাজনৈতিক দল হঠকারিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। গ্যাসের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করছে সরকার। কারিগরি ত্রুটি কমানো হয়েছে, দ্রুতই বিদ্যুতের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।' এ সময় বিরোধীদলকে এসব সমস্যা সমাধানে তিন মাসের মধ্যে পরিকল্পনা দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। বিরোধীদলকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের পরিকল্পনা যদি আগামী তিন মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে তবে আমি আপনাদের পরিকল্পনাই গ্রহণ করবো।প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যার সমাধান হবে। এসময় তিনি এ সংকটের জন্য দেশবাসীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানান। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

৯৮% গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ বিশেষ দেশের হাতে তুলে দেয় বিগত সরকার : চিফ হুইপ

বিগত সরকারের সময় দেশের ৯৮ শতাংশ গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ দেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, স্বৈরাচারী সরকারের এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ও জ্বালানি অব্যবস্থাপনার কারণেই বর্তমানে দেশে গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে।জনগণের সরকার সবার সহযোগিতায় দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করতে সক্ষম হবে। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আব্দুস সালাম হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক দলের উদ্যোগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন মন্তব্য করেন তিনি। চিফ হুইপ বলেন, বিগত সরকারের সময় দেশের ৯৮ শতাংশ গ্যাসের নিয়ন্ত্রণ একটি বিশেষ দেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। স্বৈরাচারী সরকারের এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ও জ্বালানি অব্যবস্থাপনার কারণেই বর্তমানে দেশে গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। এ সময় জনগণের সরকার সবার সহযোগিতায় দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট দূর করতে সক্ষম হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি বিভিন্ন সংকট কাটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল অবস্থায় এনেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ যখন দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল তখন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করে মাত্র তিন বছরের মধ্যে দেশকে খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হবে। তবে দেশকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

কুষ্টিয়া সদরের প্রধানমন্ত্রী আমি: আমির হামজা

আগামী পাঁচ বছরের জন্য নিজেকে কুষ্টিয়া সদর আসনের 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে উল্লেখ করেছেন সংসদ সদস্য মুফতি মো. আমির হামজা। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে নিজের সংসদীয় এলাকার (কুষ্টিয়া-৩) জনসাধারণের উদ্দেশে দেয়া এক বক্তব্যে এই মন্তব্য করতে দেখা যায় তাকে। ভিডিওতে দেখা যায়, স্থানীয় জনগণের সামনে আমির হামজা নিজের সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আগামী পাঁচ বছরে কুষ্টিয়া সদর আসনের জন্য আমিই প্রধানমন্ত্রী। বাজেটগুলো সরকার দেবে, ওটা দেবে আমির হামজার হাতে। এটা কি কোনো ফেরেশতার হাতে দেবে?' উন্নয়ন কাজের কৃতিত্ব নিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'ফেরেশতারা কী বলে? আর মানুষ নাচে যে উন্নয়ন কাজ করে দিয়েছে। সে কি তার বাবার টাকা নিয়ে এসে করবে? এই পাগলামিগুলো আর বিশ্বাস করা যাবে না।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিদ্যুৎ সংকট: প্রধানমন্ত্রীর 'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে হাসনাতের ৪ প্রস্তাব

বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে যে ছয় মাসের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তা গ্রহণ করে বিদ্যুৎখাতের সমাধানে চারটি প্রস্তাব দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি বলেছেন, জ্বালানি সংকট সমাধানের পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই বিরোধী দলের কাছে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে সেই পরিকল্পনা পড়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান ইতোমধ্যেই সংসদীয় কমিটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম ১৫ দফা প্রস্তাবে তুলে ধরেছেন। তবে সরকার সেগুলো আমলে নেয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। হাসনাত বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা প্রদানের জন্য ছয় মাসের আলটিমেটাম দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন।

আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং সমাধান পরিকল্পনা প্রস্তাব করছি।' তিনি বলেন, 'চ্যালেঞ্জ দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর জানা দরকার ছিল যে সমাধান ইতোমধ্যেই টেবিলে আছে। এনসিপির আহ্বায়ক, সংসদ সদস্য ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ জনাব নাহিদ ইসলাম স্বল্প (৩০ দিন), মধ্য (৬ থেকে ১৮ মাস) ও দীর্ঘমেয়াদি নিয়ে মোট ১৫ দফা সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রস্তাব দিয়েছেন।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

সিরাজগঞ্জে এমপির গাড়িবহরে হামলা, পাল্টাপাল্টি অভিযোগ-বিক্ষোভ

সিরাজগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য ভিপি মো. আয়নুল হকের গাড়িবহরে হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার পর বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পাল্টাপাল্টি হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভও হয়েছে। শনিবার বিকেলে রায়গঞ্জ পৌরসভার ধানগড়া আড়চালা এলাকায় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার উপজেলা পরিষদের কাছাকাছি স্থাপনের দাবিতে আয়োজিত সুধী সমাবেশ ও মতবিনিময় সভা শেষে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মতবিনিময় সভা শেষে সংসদ সদস্য আয়নুল হক গাড়িবহর নিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় সেখানে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে তার গাড়িবহরে হামলা ও একটি গাড়ির পেছনের কাচ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। সংসদ সদস্য মো. আয়নুল হক বলেন, 'নির্বাচনে পরাজিত একটি রাজনৈতিক পক্ষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তার গাড়িবহরে হামলা চালিয়েছে। তিনি নিজে হামলাকারীদের দেখেছেন দাবি করে বলেন, হামলায় তার গাড়ির পেছনের কাচ সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে।' পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক লাইভ বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, তাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই হামলা চালানো হয়েছে। হামলাকারীদের হাতে অস্ত্র ছিল বলেও তিনি দাবি করেন। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছে এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এ ঘটনায় সংসদ সদস্যের সঙ্গে থাকা পরিবেশ ও জলবায়ু কর্মী ফয়সাল বিশ্বাস অভিযোগ করেন, 'জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির, এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা হামলায় জড়িত ছিলেন।' তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নেতারা।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব: আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। শনিবার গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরে ব্র্যাক-সিডিএম-এ বিচারক, লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে 'অ্যাক্সেলারেটিং ডিজিটাল লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের দু'দিনব্যাপী সমন্বয় সভার উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা মানবাধিকার নিশ্চিত করারই অংশ। প্রত্যেক মানুষের কিছু অবিচ্ছেদ্য, সহজাত ও সার্বজনীন অধিকার রয়েছে। নাগরিকরা যাতে এসব অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার শুধু কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি বা মধ্যস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর মূল লক্ষ্য প্রত্যেক নাগরিকের মানবাধিকার সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও নিশ্চিত করা। এমনকি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার রয়েছে এবং রাষ্ট্রকে তা নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি বলেন, 'বিচারককে শুধু আইনের কালো অক্ষরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। মামলার বাস্তবতা, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিয়ে আইনের ব্যাখ্যা করতে হবে। বিচারিক কর্মকর্তাদের সর্বোপরি জনগণের সেবা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'যেসব লিগ্যাল এইড অফিসার আইনগত সহায়তা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অসাধারণ ও অনুকরণীয় ভূমিকা রাখবেন, তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন সেরা অফিসারকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেন।' এছাড়া সারাদেশের ২০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার অসাধারণ ও অনুকরণীয় কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কথাও তিনি বলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

শ্রমিকের মৃত্যুর পর সীতাকুণ্ডের সেই জাহাজভাঙা কারখানার কার্যক্রম স্থগিত

বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ৯ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারীর জাহাজভাঙা কারখানা ফেরদৌস স্টিল শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডের সব ধরনের কার্যক্রম এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিএসবিআর–এর সভাপতি মোহাম্মদ মহসিন। মোহাম্মদ মহসিন বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুন নাসের খান কারখানাটি পরিদর্শন করার পর কার্যক্রম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে গঠিত তদন্ত কমিটি এখনো প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করতে পারেনি। নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে যাতে আর কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্যই আপাতত কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে। এই সময়ে তদন্ত কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখবেন। শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে ফেরদৌস স্টিলের ইয়ার্ডে 'এমটি রাসি' নামের ৩০

হাজার ৭৭০ টন ওজনের একটি স্ক্র্যাপ জাহাজে কাজ করার সময় বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হন শ্রমিকেরা। পরে একে একে ৯ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, জাহাজের ব্যালাস্ট এলাকায় হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছিল।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষকদের অবসরের টাকা পেতে আর অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে না: প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষকদের অবসরের টাকা পেতে আর অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনের বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণ সুবিধার অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের অবসরের টাকা পেতে আর অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে না। কোনো ভোগান্তি থাকবে না। মধ্যস্বত্বভোগীর দ্বারস্থ হতে হবে না। তিনি বলেন, শিক্ষকদের বাস্তব অবস্থা আমরা একটা ভিডিওতে দেখেছি। আগে ঘুষ দিয়ে ভাতার টাকা নিতে হতো। আজ যত সহজে শিক্ষকদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু এত সহজ ছিল না। তিনি আরও বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট আ. লীগ সরকার লুটপাট করে অবসরের ২টি বোর্ড পঙ্গু করে রেখে গেছেন। তারেক রহমান বলেন, শিক্ষকদের অবসর ভাতার ফান্ডে পর্যাপ্ত টাকা নেই, বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে টাকা দেয়া হচ্ছে। প্রচলিত নিয়মে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও আপনারা এখনও শিক্ষক। আপনাদের ভূমিকা সর্বজনগ্রাহ্য। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

বিএনপি ৩১ দফা দেয়, ৩২ দফা পর্যন্ত পূরণ করে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপি প্রতিশ্রুতি দেয়, প্রতিশ্রুতি রাখে। নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে, বাস্তবায়ন করে। ৩১ দফা দেয়, ৩২ দফা পর্যন্ত পূরণ করে—এর নাম বিএনপি—বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ। শনিবার দুপুরে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত দেশব্যাপী ইএফটি ও আইবিএস প্লাস প্লাসের মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। খালেদা জিয়া শিক্ষকদের অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছিলেন উল্লেখ করে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, "শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট তো আছেই। এর বাইরে একেক জন পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা অবসর সুবিধা পাবেন। এটা একজন দরিদ্র স্কুলশিক্ষকের জন্য, যিনি গ্রামে বসে আছেন, অনেক বেশি মাইনে রাখে। তিনি বলেন, বাড়িতে বসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আইবিএস প্লাস প্লাসের ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে তার টাকা ঢুকছে। এক টাকাও কোথাও উৎকোচ দিতে হবে না।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অনেকে গতকাল বলেছে, আগামী দুদিন পর সরকারের ১৮০ দিন পূর্ণ হবে। আপনারা কী কী বাস্তবায়ন করেছেন? এগুলো দেখে যান, বাস্তবায়ন করেছি। এটা আমাদের ইশতেহারে ছিল না। এটা ৩২ নম্বর। এ সময় বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের স্কুলড্রেস বিতরণকে '৩৩ নম্বর' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে চাই না, জাতি করবে। কিন্তু আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—উল্লেখ করে সালাহউদ্দিন বলেন, আপনি কৃষকদের কাছে কথা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, আপনি দরিদ্র মা-বোনদের ভোলেননি। আপনি ফ্যামিলি কার্ড দিয়েছেন। আমাদের বিরোধীপক্ষ বলেছে, রাখ তোর ফ্যামিলি কার্ড। এখন তারাই প্রতিযোগিতা করছে, ফ্যামিলি কার্ড কবে দেবেন। আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে সমন্বয় করে আগামী চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে সব মা-বোনের কাছে এই কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

গ্যাস সংকট কাটাতে অবকাঠামো নির্মাণে লাগবে দুই বছর: বাণিজ্যমন্ত্রী

দেশের চলমান গ্যাস সংকট কাটিয়ে জ্বালানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে প্রায় দুই বছর সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। শনিবার দুপুরে সিলেটে একটি কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে জ্বালানি সংকটের চ্যালেঞ্জ এখন স্পষ্ট। এ পরিস্থিতি থেকে স্থায়ীভাবে উত্তরণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে যে সময় প্রয়োজন, তা দিতে হবে। সংকট মোকাবিলায় সরকার প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি বলেন, আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে অবকাঠামোগত সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। এ কারণে গ্যাস সংকট পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগবে। এদিকে দেশের জ্বালানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মালয়েশিয়া থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির চেষ্টা চলছে বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

অবসর ও কল্যাণ ভাতা পাচ্ছেন ৭০ হাজার শিক্ষক: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের ৭০ হাজারের বেশি শিক্ষককে অবসর সুবিধা এবং কল্যাণ ভাতার বকেয়া অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে। শনিবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের সুবিধা প্রদানের অর্থ বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আজকের এ বিশেষ দিনে বেগম খালেদা জিয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এই শুভদিনেই আমরা বছরের পর বছর ধরে বকেয়া সুবিধার অপেক্ষায় থাকা হাজার হাজার শিক্ষকের চোখের জল মুছতে যাচ্ছি।' তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিকনির্দেশনায় প্রায় ২

হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীকে এই ভাতা দেওয়া হচ্ছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'সারা দেশে একযোগে ৭০ হাজার ১৯ জন শিক্ষককে তাদের অবসর ভাতা এবং ৫৩ হাজার শিক্ষককে কল্যাণ ভাতার অর্থ সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে হস্তান্তর করা হচ্ছে। শিক্ষাখাতের প্রশাসনিক ইতিহাসে আজকের এই পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।' সরকারের প্রথম ১৮০ দিনের অর্জনের প্রসঙ্গে ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকারের ১৮০ দিনের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে সময় স্বল্পতার কারণে যেসব পরিকল্পনা পুরোপুরি শেষ করা সম্ভব হয়নি, তা আগামী দিনগুলোতে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং সারাদেশ থেকে আসা শিক্ষক প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

পে-স্কেলে সর্বনিম্ন বেতন কাটছাঁটের শঙ্কা

নবম জাতীয় পে স্কেলে সচিব কমিটির সুপারিশ করা সর্বনিম্ন ২০ হাজার টাকা বেতনও কাটছাঁট করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি। সংগঠনটি বলেছে, বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে সর্বনিম্ন বেতন আরও বাড়িয়ে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে। শনিবার সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মালেক ও মহাসচিব আশিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ অবস্থান জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী সচিব কমিটি নিম্ন গ্রেডে ১০০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে। সেই হিসাবে বর্তমান ৮ হাজার ২৫০ টাকার মূল বেতনে ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি হলে তা দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৫০০ টাকায়। সংগঠনটির দাবি, এই সুপারিশ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে। তারা বলেছে, অতীতের বিভিন্ন পে স্কেলে ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মীদের জন্য ১৪০ শতাংশ বা তারও বেশি বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। সেই তুলনায় বর্তমান প্রস্তাবকে তারা অপর্যাপ্ত মনে করছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, দীর্ঘ ১১ বছর পর বহু আন্দোলন-সংগ্রাম এবং কর্মচারীদের ধারাবাহিক দাবির পর নবম পে স্কেল আসছে। কিন্তু এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্য ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। বেতন বাড়ার আগেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে, যা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও হতাশা তৈরি করেছে। বিশেষ করে নিম্ন গ্রেডের কর্মচারীরা বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে কোনোভাবেই তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না বলে সংগঠনটি দাবি করেছে। তাদের ভাষ্য, নবম পে স্কেলে যে পরিমাণ বেতন বাড়ানো হতে পারে, তার চেয়ে বহু গুণ বেশি দ্রব্যমূল্য ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে। ফলে পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

রামিসা হত্যা মামলায় ২ আসামির ডেথ রেফারেন্স হাইকোর্টের তালিকায়

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে সাত বছরের শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি সোহেল রানা ও স্বপ্না খাতুনের আপিল ও ডেথ রেফারেন্স শুনানির জন্য হাইকোর্টের কার্যতালিকায় এসেছে। বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে মামলাটি আগামী রোববারের কার্যতালিকায় ২২ নম্বরে রাখা হয়েছে। গত ১৯ মে শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। ঘটনার পর ঘরের জানালার গ্রিল কেটে ১ নম্বর আসামি সোহেল রানা পালিয়ে গেলেও পুলিশ তাকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে, জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯'-এর সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার স্ত্রী স্বপ্নাকে হেফাজতে নেয়। এ ঘটনায় রামিসার বাবা বাদী হয়ে পল্লবী থানায় একটি মামলা করেন। গত ২১ মে সেই মামলায় সোহেল রানা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। ওইদিনই মামলাটি পরবর্তী বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাজধানী থেকে অভিনেত্রী রিধিকার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে মডেল ও অভিনেত্রী রিধিকা রিধির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার সকাল ছয়টার দিকে সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাজহারুল ইসলাম। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ওসি মাজহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ কুর্মিটোলা হাসপাতালে গিয়ে মরদেহ পায়। বর্তমানে রিধিকার মা ও পরিবারের সদস্যরা থানায় রয়েছেন। পরিবারের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, একজনের সঙ্গে রিধিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। আর আজ ভোরে ওই ব্যক্তির সঙ্গে ভিডিও কলে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ভিডিও কলে থাকা অবস্থাতেই রিধি আত্মহত্যা করেন। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে এ ঘটনায় মামলা নেয়া হচ্ছে বলেও জানান পুলিশ কর্মকর্তা। ভাটারা থানার উপপরিদর্শক ওয়াদুদ জানান, রিধির পরিবারের কাছ থেকে পাওয়া তার জাতীয় পরিচয়পত্রে নাম লীনা আক্তার। আরও পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রিধির পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেও তথ্য নেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তার সঙ্গে ওই ব্যক্তির সম্পর্ক ও মৃত্যুর আগে তাদের মধ্যে কী ঘটেছিল, সেটিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৫.০৮.২০২৬ আসাদ)

নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

দেশে নিউরো রোগীদের চিকিৎসাসেবার পরিধি বাড়াতে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের সম্প্রসারিত ৫০০ বেডের নতুন একটি ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার সকাল ১০টায় তিনি এই নতুন ভবনটির উদ্বোধন করেন। হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হাসপাতালের নতুন ভবনের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। অধিকাংশ যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজও শেষ হয়েছে। এতে হাসপাতালটির মোট শয্যা সংখ্যা বেড়ে এক হাজারে দাঁড়ায়। এর ফলে এটি দেশের বৃহত্তম বিশেষায়িত স্নায়ুরোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয়। কর্মকর্তারা আরও জানান, ১৫ তলা বিশিষ্ট ভবনটির নিচের তিনতলা বেজমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে। সেখানে পার্কিং এরিয়ার পাশাপাশি সার্ভিস সেকশনও রয়েছে। ওপরের ১২ তলায় ওয়ার্ড, অপারেশন থিয়েটার ও ডায়াগনস্টিক ইউনিটের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সেখানে রয়েছে ৪০টি আইসিইউ বেড, ২৪টি পোস্ট-অপারেটিভ বেড ও ১১২টি কেবিন। উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে আগারগাঁওয়ে নিউরো সায়েন্সেস হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

অর্থের অভাবে চিকিৎসা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না : প্রধানমন্ত্রী

অর্থের অভাবে কেউ চিকিৎসা সেবা থেকে আর বঞ্চিত হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের ৫০০ বেডের ভবন উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অক্টোবর মাসে ৫টি বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল খুলে দেয়া হবে। তিনি আরও বলেন, অর্থের অভাবে কেউ চিকিৎসা সেবা থেকে আর বঞ্চিত হবে না। যাতে বিদেশে যেতে না হয় এমন একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা গড়তে চাই । এর আগে, সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালের নবনির্মিত ভবনটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনকালে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পরে তিনি মোনাজাতে অংশ নেন এবং বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। দেশে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসাসেবা আরও বিস্তৃত করতে নতুন এই ৫০০ শয্যা যুক্ত হওয়ার ফলে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালে মোট শয্যাসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ হাজারে। দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো দেশে এত বড় নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল নেই বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এর আগে ২০১২ সালে ১০ তলা ভবনে প্রথম ৩০০ বেডের হাসপাতাল চালু করা হয়। ব্যাপক হারে রোগী আসতে থাকায় সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে পরে আরো ২০০ বেড বাড়ানো হয়। এবার নবনির্মিত ১৫ তলা ভবনে আরো ৫০০ বেড বাড়ানো হলো।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

জাতীয় গ্রিডে গ্যাসের সরবরাহ বেড়েছে, শিগগির কাটবে সংকট

টানা গ্যাস সংকটের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ কিছুটা বেড়েছে। মহেশখালীর সামিট ও এক্সিলারেট এনার্জির দুটি এলএনজি টার্মিনাল থেকেই এখন গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। শনিবার সকালে সামিট থেকে প্রায় ৪৬ কোটি ঘনফুট এবং এক্সিলারেট থেকে প্রায় ৩০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। এতে জাতীয় গ্রিডে মোট গ্যাস সরবরাহ বেড়ে প্রায় ২৪০ কোটি ঘনফুটে দাঁড়িয়েছে। পেট্রোবাংলা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। শুক্রবার বিকেলে কারিগরি সমস্যার কারণে এক্সিলারেটের টার্মিনাল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ নেমে আসে প্রায় ১৬৫ কোটি ঘনফুটে। এর কয়েক ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটে সামিট থেকে সরবরাহ শুরু হলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়। শুরুতে সামিট থেকে প্রায় ১১ কোটি ঘনফুট গ্যাস দেওয়া হলেও রাতে ধাপে ধাপে তা বাড়ানো হয়। একই রাতে এক্সিলারেটের টার্মিনাল থেকেও আবার সরবরাহ শুরু হয়। বর্তমানে সেখান থেকে প্রায় ৩০ কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যাচ্ছে। দুই টার্মিনাল মিলে এলএনজি থেকে প্রায় ৭৬ কোটি ঘনফুট গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ৩৮০ কোটি ঘনফুট। স্বাভাবিক সময়ে সরবরাহ থাকে ২৬০ থেকে ২৭০ কোটি ঘনফুট। এর মধ্যে এলএনজি থেকে প্রায় ১০৫ কোটি ঘনফুট সরবরাহ করা হয়। ফলে সরবরাহ বাড়লেও চাহিদার তুলনায় ঘাটতি এখনও যথেষ্ট।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

বিগত বছরে গুম নির্যাতনের শিকার পরিবারকে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে : মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী

গত ১৮ বছরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারকে মূল্যায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আজম খান। আজ (শনিবার, ১৫ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর প্রেসক্লাবে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'নির্যাতিতদের পরিবারকে গেজেটভুক্ত করে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি এ জন্য নতুন একটি অধিদপ্তর গঠন করা হবে। দীর্ঘ ১৮ বছরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে আরও সময় প্রয়োজন।' এসময় মাত্র পাঁচ মাসেই সরকার ব্যর্থ এমন অভিযোগ তুলে বিরোধী দল সমালোচনা করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বর্তমান গ্যাস, জ্বালানি ও রাজনৈতিক সংকটকে বিগত সরকারের রেখে যাওয়া সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন আহমেদ আজম খান। একইসঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে প্রকৃত ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের গেজেটভুক্ত করতে আবারও আবেদন গ্রহণের কথা জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, 'গত ১৮ বছরে

বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যেসব মুক্তিযোদ্ধার নাম তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল, তাদের বিষয়টিও পুনর্বিবেচনা করা হচ্ছে।' প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্মরণে তিনি বলেন, 'যাদের ওপর মানুষ একসময় আশা ও ভরসা করেছিল, তারা আজ নিন্দিত। আর যিনি দীর্ঘদিন রাজনীতির সুযোগ পাননি, তিনি আজ মানুষের কাছে নন্দিত হয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।'(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা বিএনপিকে পথ দেখায় : মির্জা ফখরুল

রাষ্ট্রপতি পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী এবং দলের সাবেক মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা বিএনপিকে সবসময় পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আজ শনিবার রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে 'গণতন্ত্রের মা' সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন। মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজ আমাদের জন্য একটা আনন্দের দিন। এই দিনে সেই নেত্রী জন্ম নিয়েছিলেন যিনি বাংলাদেশের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশকে বারবার তাঁর নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে এনেছেন। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিএনপি আজ একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে যে অবস্থান তৈরি করেছে, আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ত্যাগ ও প্রেরণা সেই পথচলায় সবসময় অনুপ্রেরণা জোগায়।' বিএনপিকে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ' আজকের এই দিনে আমরা সবাই এই শপথ নেব, বিএনপিকে আমরা সত্যিকার অর্থেই একটা আধুনিক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, যা সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।' তিনি বলেন, 'আজ যখন বিএনপি সরকার গঠন করেছে, প্রতিটি মানুষের আশা, এই সরকার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার যে নীতি ছিল, তিনি যে 'ভিশন ২০৩০' দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁরই দলের কর্মসূচি হিসেবে ৩১ দফা, তাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য আগামী দিনগুলোতে কাজ করে যাবে। দলকে শক্তিশালী করবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বেহেশত নসিব এবং তাঁর আত্মাকে শান্তি দান করেন। একইসঙ্গে আমরা আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্যও দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন তাঁকে বেহেশত নসিব করেন। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঞ্চালনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে বক্তব্য রাখেন, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ড. আব্দুল মঈন খান। মোনাজাত ও দোয়া পরিচালনা করেন জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের সদস্যসচিব মাওলানা আবুল হোসেইন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সমাজকল্যাণবিষয়ক সহ-সম্পাদক কাজী আবুল বাশার।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

হামের উপসর্গে আরও ৮ শিশুর মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের নানা উপসর্গ নিয়ে আরও আট শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে রোগটিতে নতুন করে আক্রান্ত ও উপসর্গ দেখা গেছে মোট ৭৯৮ শিশুর শরীরে। সব মিলিয়ে গত পাঁচ মাসে সারা দেশে হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯০২ জনে। আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো হামবিষয়ক নিয়মিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় কোনো শিশু নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি, তবে আটজনের মৃত্যু হয়েছে উপসর্গ নিয়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গত ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ৮০৩ শিশুর প্রাণহানি ঘটেছে। একই সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে আরও ৯৯ শিশু। ফলে এই পাঁচ মাসে রোগটিতে আক্রান্ত ও সন্দেহভাজন মিলে সর্বমোট ৯০২ শিশুর মৃত্যু হলো। বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, শেষ ২৪ ঘণ্টায় ৭০ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হামের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া একই সময়ে আরও ৭২৮ জন শিশুর শরীরে হামের বিভিন্ন উপসর্গ দেখা গেছে। চিকিৎসা নিতে গত এক দিনে নতুন করে ৭০০ শিশু দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৪৯ শিশু। অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ১ লাখ ৪১ হাজার ৭৭৬ জন শিশুকে সন্দেহভাজন হাম রোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৭ হাজার ৮০০ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হামের অস্তিত্ব মিলেছে। আক্রান্ত ও উপসর্গ থাকা শিশুদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৯৪ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে, যাদের মধ্যে চিকিৎসাসেবা শেষে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৯ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শিশুদের সময়মতো টিকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি হামের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য হলেন রিজভী, আমানসহ চার নেতা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটিতে নতুন চারজনকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। দলের সাংগঠনিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং নীতি নির্ধারণে নতুন নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও মেধাকে কাজে লাগাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটির হাইকমান্ড। আজ শনিবার (১৫ আগস্ট) দলের এক বিজ্ঞপ্তিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত নেতারা হলেন- বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মো. আমান উল্লাহ আমান, অধ্যাপক ড. ফরহাদ হালিম এবং সাবেক সচিব মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ এই নেতাদের দলটির সর্বোচ্চ কমিটিতে যুক্ত করার মাধ্যমে দল পরিচালনা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে আরও গতি আসবে। বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা আশা প্রকাশ করেছেন, উল্লিখিত নেতৃবৃন্দ তাঁদের মেধা ও বিচক্ষণতার দ্বারাা সুচিন্তিত পরামর্শের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামে দল ও জনগণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

মহিলা মাদরাসায় ককটেল বিস্ফোরণ, আহত ৫ শিক্ষার্থী

মাদারীপুরে একটি মহিলা মাদরাসায় ককটেল বিস্ফোরণে অন্তত ৫ জন শিক্ষার্থী হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কালকিনি পৌর এলাকার গোপালপুর দারুসসুন্নাহ মহিলা মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো– কালকিনি পৌরসভার মিনাজদী এলাকার সেলিম তালুকদারের মেয়ে আবিদা আক্তার (১১), পশ্চিম মিনাজদী এলাকার ছিরাতুল তালুকদারের মেয়ে জান্নাত (১২), গোপালপুর এলাকার রুবেল মাতুব্বরের মেয়ে তাসমিয়া আক্তার (১১), একই এলাকার শাহিন সরদারের মেয়ে মিনহা (১১) ও সরদারের মেয়ে সুলতানা (১১)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো সকালে গোপালপুর দারুসসুন্নাহ মহিলা মাদরাসায় আসে শিক্ষার্থীরা। মাদরাসায় প্রবেশ করতেই একটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এতে আহত হয় মাদরাসার অন্তত ৫ শিক্ষার্থী। পরে তাদের উদ্ধার করে ২৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। মাদরাসার মাহতামিম হাফিজুর রহমান বলেন, 'মাদরাসায় হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণে আমরা আতঙ্কিত। কীভাবে ঘটেছে বুঝতে পারছি না।' মাদারীপুরের কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল আলম বলেন, 'ঘটনা অনুসন্ধানে পুলিশ, র্যাব ও সিআইডিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।' মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও সদর ও কালকিনি সার্কেল) ফারিহা রফিক ভাবনা বলেন, 'মাদরাসার মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে। এটা কেউ নিক্ষেপ করেনি। এটি জর্দার কৌটার মতো, দেখতে অনেকটা টেনিস বলের মতো ছিল। গতকাল থেকে মাদরাসার সিঁড়ির পাশে পড়েছিল। বাচ্চারা হাতে নিয়ে নড়াচড়াও করেছে। সকালে হঠাৎ বিস্ফোরণ হলে ৫ শিক্ষার্থী আহত হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৫.০৮.২০২৬ এলিনা)

BBC

POWERFUL 7.7-MAGNITUDE EARTHQUAKE KILLS AT LEAST 38 IN INDONESIA

At least 38 people have been killed after a 7.7-magnitude earthquake struck Indonesia early on Saturday, the nation's disaster mitigation agency has said. The official death toll has been rising as a search and rescue operation gets under way. The BNPB agency said several people had been injured to varying degrees. Buildings in the region have been damaged by the quake and the dozens of aftershocks that followed. The quake struck the island of Flores shortly before 05:00 local time on Saturday. It had a depth of 15km, Indonesia's meteorology and geophysics agency stated. The shallower an earthquake is, the more destructive its effects on the surface tend to be. Strong aftershocks were felt in the same area, including one with a magnitude of 6.1. (BBC News Web Page: 15/08/26, FARUK)

SEVEN KILLED IN ISRAELI STRIKE ON SOUTHERN LEBANON: COUNTRY'S PM

An Israeli air strike has killed seven people in southern Lebanon, the nation's prime minister has said, in one of the deadliest attacks since an agreement aimed at reducing hostilities was announced in June. The strike hit a house on the outskirts of Ansar at about 04:30, in the Nabatieh district, where authorities say displaced families were living. Those killed included three children and two women, Lebanon's state-run news agency reported. Israel's military said it had struck "Hezbollah terror

infrastructure" in response to what it described as an earlier action against its soldiers. The attack came as Israeli strikes intensified across parts of southern Lebanon overnight. Later on Saturday morning, another round of strikes hit the town of Deir al-Zahrani, killing two and injured nine others, according to the Lebanese ministry of health. Lebanon's Prime Minister Nawaf Salam condemned the attacks, saying the civilians killed were not "military infrastructure".
(BBC News Web Page: 15/08/26, FARUK)

ACTIVISTS TRY TO DELIVER AID TO PALESTINIANS IN HOMES BESIEGED BY ISRAELI SETTLERS

Activists have tried to deliver supplies to Palestinians whose homes in the occupied West Bank have been besieged for days by Israeli settlers. The group left water and food near one of the houses in Qusra where two Palestinian families have been trapped since Sunday, with their power and water supplies cut off. Two of the residents said Israeli forces had prevented the activists from delivering the aid directly to them, and the supplies had to be left outside. The Israel Defense Forces (IDF) denied this. Also on Friday, a number of settlers returned to set up a tent near the site - a day after an operation to disperse them from the area. It was later removed by Israeli forces. The IDF said Qusra was a "closed military zone" and so Israeli civilians - who were among the activists - could not enter the area. "But they weren't prevented from transferring aid to the Palestinian homes in Qusra."
(BBC News Web Page: 15/08/26, FARUK)

DOZENS INJURED AND THOUSANDS EVACUATED IN CROATIA WILDFIRE

At least one person has died and around 40 others have been injured after a severe wildfire tore through cities on Croatia's coastline overnight into Friday. The blaze broke out near the village of Lokva Rogoznica on Thursday evening, and spread quickly towards the nearby tourist town of Omis, 6km away. Around 1,200 residents and tourists were evacuated, while 10 people were in intensive care in hospital, Prime Minister Andrej Plenkovic said. Croatia's fire chief Slavko Tucakovic described it as "one of the worst" blazes in the country's history. Croatia is one of several European nations suffering devastating wildfires during a summer of extreme heat and dry conditions. Villages near the Adriatic city of Split were struck by the blaze, which coursed through pine forest-lined hillside, causing extensive damage to homes and cars. (BBC News Web Page: 15/08/26, FARUK)

IRAN SAYS NO DECISION YET ON A RETURN TO TALKS WITH THE US

Iran is still undecided about resuming talks with the United States to end the war, amid disagreements about ceasefire violations and the future of the Strait of Hormuz. "We have not yet made a decision to restart negotiations with the United States," Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said in a post on Telegram on Saturday, reiterating remarks he made to Iranian news outlet Shahrara News. Mediators from both Qatar and Pakistan are exchanging messages and are in contact with Iran, "but this does not mean negotiations", he said. Araghchi blamed the US for the return to violence following the signing of a memorandum of understanding (MoU) in Pakistan in June, and said a new path out of the conflict must be defined. He said Iran is separately working with Oman on a technical process to establish new routes for shipping in the Strait of Hormuz, but any transit of ships is contingent on a political solution being reached. (BBC News Web Page: 15/08/26, FARUK)

::--::THE END::--::